CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 May, 2021 ■ আগরতলা, ১৯ মে, ২০২১ ইং ■ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সারপ্রাইজ ভিজিট।

আজ থেকে গোটা রাজ্যে নৈশকালীন কারফিউ

কাল থেকে বন্ধ আন্তঃরাজ্য পরিবহণ, সিদ্ধান্ত কার্যকর ২৬ মে পর্যন্ত

আগরতলা, ১৮ মে (হি.স.)।। করোনা অতিমারি সমগ্র ত্রিপুরায় ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার কারণে আগামী ১৯ মে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৫টা প্রতিদিন ২৬ মে পর্যন্ত নৈশকালীন কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। শুধু তা-ই নয়, আগামী ২০ মে থেকে জরুরি পরিষেবা ব্যতীত আন্তঃরাজ্য পরিবহণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২৬ মে পর্যন্ত ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এক্ষেত্রে পুর নিগম এলাকায় সম্পূর্ণ দিন কারফিউর সিদ্ধান্ত যথারীতি বলবৎ থাকবে, দাবি তাঁর। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আগামীকাল জারি হবে, বলেন তিনি। তিনি সকলকে সতর্ক করে বলেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ত্রিপুরা সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, গরীব মানুষের স্বার্থে ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ মোকাবিলায় আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সারা দিন কারফিউ জারি রয়েছে। এছাড়া, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, কৈলাসহর পুর পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ, বিশালগড় পুর পরিষদ, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত, নাগিছরা, বিএসএফ পাড়া, রানিরবাজার নগর পঞ্চায়েত এবং মেলাঘর ও সোনামুড়া কিছু এলাকায় কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি মাসে জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হার

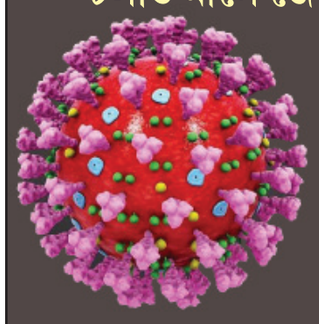

- পশ্চিম জেলায় ১১.২২ শতাংশ
- সিপাহিজলা জেলায় ৪.৯৭ শতাংশ
- খোয়াই জেলায় ৫.৫৯ শতাংশ
- গোমতি জেলায় ৪.৭৫ শতাংশ
- দক্ষিণ জেলায় ৪.১২ শতাংশ
- ধলাই জেলায় ৪.৪৭ শতাংশ
- উনকোটি জেলায় ৭.৯২ শতাংশ
- উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩.৫৬ শতাংশ

আজ শিক্ষা মন্ত্রী এক তথ্য তুলে ধরে বলেন, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় গত ৭ দিনে ৩,৪৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬২৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পুর নিগম এলাকায় করোনা আক্রান্তের হার ১৮ শতাংশ। তেমনি, সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনা আক্রান্তের হার ৬.৯২ শতাংশ। এদিন তিনি জেলা ভিত্তিক করোনা আক্রান্তের তথ্য তুলে ধরে বলেন, চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত, পশ্চিম জেলায় সর্বোচ্চ ১১.২২ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় ৪.৯৭ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ৫.৫৯ শতাংশ, গোমতি জেলায় ৪.৭৫ শতাংশ, দক্ষিণ জেলায় ৪.১২ শতাংশ, ধলাই জেলায় ৪.৪৭ শতাংশ, উনকোটি জেলায় ৭.৯২ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩.৫৬ শতাংশ গড়ে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুভাষনগরে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষ নগরের সাধু টিলায় এক গৃহবধূকে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি চলাকালীন সময়েও গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা কমেনি।

এটি রীতিমতো সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। রাজধানী আগরতলাা শহর লাগোয়া সুভাষ নগর সাধুটিলা এলাকায় এক গৃহবধূকে মারধোর করে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় সুভাষ নগর এলাকার বাসিন্দা সাগর দাস এর সঙ্গে ভালোবেসে বিয়ে হয় টুম্পা দাস নামে ওই গৃহবধূর। গৃহবধূর মা অভিযোগ করেন তার মেয়েকে শনিবার বেধড়ক মারধর করে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

শুধু তাই নয়, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।এর ফলে গুরুতর আহত হন ওই গৃহবধূ। জিবি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে আসার পর সোমবার গভীর রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই গৃহবধূ। স্বামীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংক্রমণ হ্রাস পেলেও দেশে মৃত্যুতে রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.)।। ভারতে একধাক্কায় ফের অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৩৩ জন। তবে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যায় সর্বকালীন রেকর্ড গড়ল ভারত, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,৩২৯ জন রোগীর, এই প্রথম ভারতে একদিনে এত সংখ্যক রোগীর মৃত্যু হল।

একইসঙ্গে সোমবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৬ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮,৪৪,৫৩,১৪৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১৬৩,২৩২। ১৬৩,২৩২ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৩.৫৩-লক্ষতে (১৩.২৯ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২,৬৩,৫৩৩ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫২,২৮,৯৯৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪,৩২৯ হাজার জনের মৃত্যুর পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ছৈলেংটায়, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ১৮ মে।। ত্রিপুরায় বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ধলাই জেলায় লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ছৈলেংটা থানাধীন চালিতাছড়া ভিলেজের দেবেন্দ্র রোয়াজা পাড়ার বাসিন্দা বিজেপি মনিটরিং কমিটির সদস্য রণমোহন ত্রিপুরা (৩৮)-র মৃত্যু রাজনৈতিক খুন বলে দাবি করেছেন দলের মণ্ডল সভাপতি মোহনলাল ত্রিপুরা।

কর্মীর মৃত্যুতে শোকে কাতর মোহনলাল বলেন, এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথা-র বিজয়ের পর দীর্ঘদিন রণমোহন বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। প্রাণ ভয়ে অন্যত্র কাটিয়েছেন তিনি। কারণ, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম হয়েছিল। মোহনলালের দাবি, দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে কাটিয়ে সম্প্রতি ফিরে এসেছিলেন রণমোহন। গতকাল সন্ধ্যায় বাজারের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা

রাজ্যে নতুন ৭৪৬ জন করোনায় আক্রান্তের মিলল খোঁজ, মৃত পাঁচ

আগরতলা, ১৮ মে (হি.স.)।। রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষার ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের অধিক মাত্রায় সন্ধান মিলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় সর্বকালের রেকর্ড নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একদিনে ৯,৭৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৭৪৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার ৭.৬২ শতাংশ। এদিকে, ফের পাঁচজনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনো রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৪১৩ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫০৪৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ১৮৫৪ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭৯৩৫ জন মোট ৯৭৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৯১ জন এবং র্যাষপিড অ্যান্টিজেনে ৬৫৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭৪৬ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,০৪৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪১,৮৯৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৬,৩৪২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সালিশী সভায় সম্ভ্রম নষ্টের ঘটনায় আত্মঘাতী মহিলার স্বামীও জীবনদীপ নিভালেন বিষপানে

আগরতলা, ১৮ মে (হি. স.)।। সালিশী সভায় সম্ভ্রম নষ্টের ঘটনায় আত্মঘাতী মহিলার স্বামী আজ আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশের দাবি, ওই মহিলার স্বামী, স্ত্রী-র মৃত্যুর পর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাই ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদ থেকেই বিষ পানে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ওই মহিলার আত্মহত্যার ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্বত:প্রনোদিত মামলা নিয়েছে। উচ্চ আদালতে শুনানি চলছে। এরই মধ্যে মহিলার স্বামীর আত্মহত্যা পুরো ঘটনায় নতুন মোড় এনে দিয়েছে বলে দাবি আইনি বিশেষজ্ঞ মহলের।

সাব্রুম

গত ৪ মে সালিশী সভায় নোংরা ভিডিও দেখানো এবং চরিত্র নিয়ে বাজে মন্তব্যের জেরে লজ্জায় ও অপমানে অনিল মালা ত্রিপুরা আত্মহত্যা করেছিলেন। ওই ঘটনায় ত্রিপুরা হাই কোর্ট সুয়োমুটো মামলা নিয়েছে। ওই মামলায় ত্রিপুরা হাই কোর্ট মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ সুপার এবং সাব্রুম-র মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-কে নোটিশ জারি করেছিল। গতকাল ওই মামলায় শুনানি-তে অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ওই ঘটনার সাথে জড়িত ১১ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের জবানবন্দী আদালতে পেশ করা হবে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাব্রুম মহকুমায় বেতাগা এডিসি ভিলেজে বিরেন্দ্র চৌমুহনী বাজার এলাকায় পরকীয়ার অভিযোগে সালিশী সভায় অনিল মালা ত্রিপুরা(২৪)-র অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও এবং ছবি প্রকাশ্যে দেখানো হয়েছে। তাতে, লজ্জায় ও অপমানে ওই মহিলা গতকাল আত্মহত্যা করেছেন। মৃতার স্বামী আনন্দ ত্রিপুরা বলেন, সালিশী সভায় গ্রামবাসীরা তার স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধর করেছেন। তিনি বলেন, সালিশী সভায় কিছু ভিডিও দেখানো হয়েছিল এবং তাতে স্থানীয় মহিলারা উত্তেজিত হয়ে তার স্ত্রীকে মারধর করেছেন। তাই, অনিল মালা ত্রিপুরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, বলেন তিনি।

ওই ঘটনায় সাব্রুম থানা একটি স্বত:প্রনোদিত মামলা নিয়েছিল। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দুলাল দত্ত জানিয়েছেন, সালিশী সভায় মহিলাকে নিগ্রহ এবং পরবর্তী সময়ে তার আত্মহত্যার ঘটনায় স্বত:প্রনোদিত মামলা নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩২৩, ৩৫৪, ৩০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের জীবনযাত্রার দিকে ধ্যান রাখতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.)।। করোনার সংক্রমণে রাশ টানা এই মুহূর্তে ভারত সরকারের অন্যতম লক্ষ্য, তবে মানুষের জীবনযাত্রার দিকেও ধ্যান রাখতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে। মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বার্তালাভে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের দেশে যতগুলি জেলা রয়েছে, ততই ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আপনারা নিজ নিজ জেলার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। এ জন্যই যখন জেলার জয় হয়, তখন দেশেরও জয় হয়। আপনাদের জেলা করোনাকে হারালে, দেশও করোনাকে পরাজিত করবে।' প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার কী? আমাদের হাতিয়ার হল-লোকাল কন্টেনমেন্ট জন, অধিক টেস্টিং এবং মানুষের কাছে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য। হাসপাতালে কতগুলি শয্যা উপলব্ধ রয়েছে, কোথায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ২০টি বিদ্যালয় স্পেসিফাইড ক্যাটাগরির

প্রথম থেকে চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উন্নীত করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

আগরতলা, ১৮ মে (হি.স.)।। ত্রিপুরার ২০টি বিদ্যালয়কে স্পেসিফাইড ক্যাটাগরির স্কুল হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এছাড়া, প্রথম থেকে চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, করোনা-প্রকোপের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, পুনরায় বিদ্যালয়গুলিতে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন শুরু হলে সকলের মূল্যায়ন করা হবে। তাতে কোনও ছাত্রছাত্রী নম্বর কম পেলেও তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে গুণগত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে বর্তমান সরকার। যে স্কুলগুলিকে স্পেসিফাইড ক্যাটাগরির স্কুল হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল শিশুবিহার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, উমাকান্ত অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, হেনরি ডিরোজিও অ্যাকাডেমি এইচএস স্কুল, ড় বিআর আম্বেদকর ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, খুমলুঙের খুমপুই অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, জিরানিয়া মহকুমার সুকান্ত অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, সোনামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, উদয়পুর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, অমরপুর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, বিলোনিয়া সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, সাব্রুম সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, তেলিয়ামুড়া সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, খোয়াই সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, কমলপুর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, ছৈলেংটা সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, কৈলাসহরের নেতাজি বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, খ্রিশ্চান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ধর্মনগরের গোল্ডেন ভ্যালি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল এবং কাঞ্চনপুর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার যে কোনও প্রান্তের ছেলেমেয়েরা এই সকল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে। সিবিএসসি-র ধাঁচে জাতীয়মানের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এই স্কুলগুলিতে থাকবে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিষয় শিক্ষক, ল্যাব, লাইব্রেরি, নির্দিষ্ট খেলার মাঠ, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিটি শ্রেণিতে ৪০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশমান পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এই বিদ্যালয়গুলিতে পড়ার সুযোগ পাবে। এই স্কুলগুলিতে ভরতির ক্ষেত্রে লটারি, স্ক্রিনিং টেস্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রধানশিক্ষকের নিযুক্তির ক্ষেত্রেও সরকারি শিক্ষকদের থেকে বিশেষ পরীক্ষার মধ্যমে নির্বাচন করা হবে। মডেল স্কুলের আদলেই গড়ে তোলা হবে এই সব স্পেসিফাইড ক্যাটাগরির বিদ্যালয়গুলিকে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ২৫ মে থেকে বাড়িয়ে ৬ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি, ষষ্ঠ শ্রেণি এবং সপ্তম শ্রেণির পরবর্তী শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীদের উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করবুকে বালি বোঝাই ট্রাক এবং কমান্ডার জীপের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দশজন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২১৫ ◘ ১৯ মে ২০২১ ইং ◘ ৪ জৈষ্ঠ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনার দৌলতে একগুঁয়েমি

ভয়ঙ্কর করোনা আতঙ্কে দেশের মানুষ ঘর বন্দী হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল মানুষের মধ্যে একগুঁয়েমি মানসিকতা তৈরি হইয়াছে। মানুষ মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে না। মেলামেশা করিতে পারেনা। আনন্দদ উল্লাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে। আত্মকেন্দ্রিদ্রিক মানসিকতা বাড়িতেছে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে মুক্তি না পাইলে মানুষ আরো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে।

একঘেয়েমি কাটাইতে মানুষ বেড়াইতে যাইত। সব সময় যে পুরী দার্জিলিং কাশ্মীর গোয়া আন্দামান তাওয়াং যাইত তাহা নয়। কাছে-দূরে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াতও কম আনন্দের হতো না। চলিয়াছে টানা করোনাকাল। ভ্রমণ পর্যটন বেড়ানো প্রভৃতি শব্দ জায়গা করিয়া নিয়াছে অতীত অধ্যায়ের পাতায়। প্রযুক্তির শ্রীবৃদ্ধির কল্যাণে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে সেকেলে অভ্যাস। এখন যোগাযোগের মাধ্যম মূলত ফোন। ফোন কল কিংবা নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া মারফত সাক্ষাৎ কিংবা সংবাদ দেওয়া-নেওয়াতেই বন্দি হইয়া গিয়াছে মানুষের জীবন। প্রিয় এবং পরিচিত জনের কুশলাদি জানিবার জন্য মুখিয়া আছে মন। কিন্তু ইদানীং ফোন বাজিয়া উঠিলে কি আর আগের মতো সুখানুভূতি জাগে? বেশিরভাগ মানুষ বলিবেন, 'না'। কারণ, এখন ফোনের আওয়াজ সুখবর দিতে অপারগ হইয়া উঠিয়াছে ক্রমশ। প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত বিষণ্ণতায় আবৃত। ফোনের আওয়াজে আমাদের বুক ধড়ফড় করিয়া ওঠে। এই বুঝি বিদ্ধ হইতে হয় কোনও বিয়োগ বেদনায়! বাড়ির চার দেওয়ালের ভিতরে বিনোদনের আবহ নির্মাণে নিতান্ত অক্ষম আজ টিভির পর্দা। কারণ সংবাদ আর দুঃসংবাদ অনেক দিন যাবৎ সমার্থক হইয়া গিয়াছে এই ভারতে। টিভি খুলিলেই মন ভেঙে যায় দেশের প্রান্তে প্রান্তে মৃত্যুমিছিল আর মানুষের হাহাকারের ছবিতে। এই ছবি গত বছর দেখিয়াছে ইতালি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ব্রাজিল, এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনও। সেখান থেকে দ্রুত শিক্ষা নিয়া সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়াছে তাহারা। অথচ গতবারের 'চ্যাম্পিয়ন' ভারত এবার ডাহা ফেল!

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই দুর্ভাগ্য ভারতের মানুষের প্রাপ্য নয়। এর জন্য দায়ী ভারত সরকারের অদূরদর্শিতা এবং পরিকল্পনায় ক্ষমার অযোগ্য গলদ। প্রথমত, সেকেন্ড ওয়েভের আগাম সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়িয়া তোলা হয়নি। দ্বিতীয়ত, সবার জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক টিকাকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। ভ্যাকসিনের বৃহত্তম উৎপাদক হিসেবে ভারতের পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব ছিল না। শুধু দরকার ছিল, টিকাকরণকে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম হিসেবে ঘোষণা করে অগ্রসর হওয়া। প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ছিলই। এর বাইরেও টাকার দরকার হইলে রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা বলা যাইত। করোনাকালকে ব্যবহার করিয়া

সরকারের বদান্যতায় যাঁহারা 'পৌষমাস' অর্জন করিয়াছেন সেই কপর্োরেটদেরকে বলিতে হইত, দেশের আপৎকাল, এইবার আপনাদেরও কিছু খরচ করিতে হইবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সেইপথে হাঁটিতে দেখা গেল না। উল্টে তাঁহার সরকার বন্ধুকৃত্য করিতে ৯৫টি দেশে প্রায় ৭ কোটি ডোজ করোনা ভ্যাকসিন রপ্তানি করিল। ভুবনায়নের যুগে বন্ধু দেশের আর্জি নিশ্চয় উপেক্ষা করা চলিবে না। কিন্তু 'নেশন ফার্স' কোনও অন্যায় স্লোগান নয়। 'স্বদেশি' মোদির 'স্বনির্ভর' ভারত এই অগ্রাধিকার ভুলিয়া গিয়াই নিরীহ নিরপরাধ নাগরিকদের বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। হেলথ ওয়ার্কারস, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারস বাদ দিলে সারা দেশে ৪৫ উর্ধ নাগরিকের সংখ্যা ২৬ কোটি। তাহাদের মধ্যে খুব বেশি হইলে ২০-৩০ শতাংশ মানুষের একটি করিয়া ভ্যাকসিন ডোজ কমপ্লিট হইয়াছে। অন্যদিকে, ১৮-৪৪ বর্ষীয় নাগরিকের সংখ্যা ৭৩ কোটি। জনসংখ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে টিকাকরণের অগ্রগতি প্রায় কিছুই হয়নি বলিয়াই খবর।

টিকা নিতে গিয়া ভারতবাসীকে নিত্য যে পরিমাণ হেনস্তার শিকার হইতে হইতেছে, অন্য কোনও দেশে এর নজির নাই। এই অবস্থায় দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইবেন সেটাই স্বাভাবিক। গণতন্ত্রে আরও স্বাভাবিক হইলসরকার অবধারিতভাবে সমালোচিত ও ভর্ৎসিত হইবে। তাহা থেকে শিক্ষা নিয়া সরকার নিজেকে শোধরাইবে। মানুষের প্রতি তাহার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যত্নবান হইবে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন দেশ সমালোচনা করিতে শুরু করিয়াছে। জাতিসংঘ ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। এই মহাসংকট কালে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় ঘরে-বাইরে তীব্র সমালোচনায় দগ্ধ হইবে কেন্দ্রীয় সরকার। মনে রাখিতে হইবে সংবিধান, সংসদ, দেশের আইন এবং সর্বোপরি দেশবাসীর কাছে প্রতি পদে জবাবদিহি করিতে বাধ্য জনপ্রতিনিধিরা।

রেশন দুর্নীতি ঠেকাতে ময়দানে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): করোনা আবহে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। অন্যদিকে লকডাউন আবহে শুরু হচ্ছে রাজ্য সরকারের দুয়ারে প্রকল্প। তবে, তারই আগে মঙ্গলবার রেশনের দুর্নীতি ঠেকাতে জোড়াসাঁকোয় অভিযানে খোদ খাদ্য প্রতিমন্ত্রী।

করোনা হানায় নাজেহাল শহরবাসী। এই পরিস্থিতিতে গত রবিবার থেকে আগামী ৩০ মে পর্যন্ত চলবে লকডাউন। তারই মাঝে মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজ্যের দুয়ারে রেশনের কাজ শুরু হবে শুক্রবার থেকে। রাজ্যের মোট ২৮টি রেশন দোকান থেকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে রেশন সামগ্রী। এই পরিস্থিতিতে রেশনের দুর্নীতি ও বেআইনি মজুত রুখতে অভিযানে স্বয়ং খাদ্য মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। কিছুদিন আগে খাদ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন জ্যোৎস্না মান্ডি। খাদ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলেন জ্যোৎস্না মান্ডি। এদিন জোড়াসাঁকোয় এক রেশন দোকানে গিয়ে অভিযান চালায় তিনি।

শোভনের পাশের কেবিনে থাকতে চেয়ে বায়না বৈশাখীর

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : "বেড চাই, বেড চাই। শোভনের পাশেই বেড চাই।" হাসপাতালে নয়া নাটক।

শোভন-বৈশাখী কান্ড রাজনীতির উর্দে ছায়াছবির মত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, সেখানে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কেবিনের পাশের কেবিনে থাকবেন। এ কারণে তিনি ভর্তি হবেন সেখানে। কিন্তু সুস্থ মানুষকে ওভাবে কেবিনে রাখার বিধান নেই। আতান্তরে পড়েন কর্তৃপক্ষ। সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবিনেই বসে আছেন বৈশাখী।

এ প্রসঙ্গে শোভন-জায়া তথা বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, "উনি (শোভন) ৫ নভেম্বর ঘর ছেড়েছিলেন। তারপর থেকে কাল পর্যন্ত যা করেছেন, যত কাজ করেছেন সব ভুল করেছেন। ওঁর কথায় সমস্যায় পড়েছেন। ওঁকে বোঝানো হয়েছিল রত্না চ্যাটার্জিকে ছেড়ে দিলে পড়ে ওনার জেল হবে না। উনি এরপর সেই আনন্দে নাচতে নাচতে রত্না চ্যাটার্জিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরিবারকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মত মহিলা বলে এখনও লড়াই করে ছেলেমেয়ে নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি।" রত্না বলেন, "২২ বছর তো ঘর করেছি। যতই সেপারেশন হোক, উনি (শোভন) তো আমার স্বামী। আমার ছেলেকে নিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালে উনি একটু জোর পাবেন। ওনার কি মনে হয় জানিনা। অন্তত আমি এরকম হলে জোর পেতাম। উনি (বৈশাখী) এসে কী লাভ হবে জানিনা। ওনার সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। যত বলব আমার মুখ তত নোংরা হবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ—কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

অশোক সেনগুপ্ত

''তখন সকলে বলিল- 'বাহবা বাহবা, বাহবা নন্দলাল।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত নন্দলাল হতে চাইছেন।''

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত কবিতার লাইনটা আওড়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এই মন্তব্য করলেন প্রবীন সংবিধান বিশেষজ্ঞ তথা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রবীণ শিক্ষাবিদ অমল মুখোপাধ্যায়।

ভোটের আগেই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠনের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য অনেক রাজ্যে বিধান পরিষদ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে নেই। এবার সেই বিধান পরিষদ গঠনের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল রাজ্য সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভার সংক্ষিপ্ত বৈঠকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদ অনেকটা সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভার মতো কাজ করে। সে ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের সদস্যরা মন্ত্রিসভার সদস্য হতে পারবেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যদি বিধান পরিষদের সদস্য হন তবে তাঁকে আর বিধানসভা ভোটে জিতে আসতে হবে না।

বর্ষীয়ান অমলবাবু পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ তৈরির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এই পরিষদ ছিল। ১৯৬৯-এ তুলে দেওয়া হয়। এটা না থাকায় কোনও অসুবিধা হয়নি, হচ্ছেও না। রাজ্যের যে আর্থিক অবস্থা, এই পরিষদ তৈরির ভাবনারই কোনও যুক্তি নেই। কিছু মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থামাত্র। এ রাজ্যে সব সিদ্ধান্ত একজনই নেন। নির্বাচিত মন্ত্রীদেরই পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। সেখানে রাজ্যের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে মনোনীতরা কী পরামর্শ দেবেন? কী ভূমিকা হবে তাঁদের?" কেন তাহলে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? উত্তরটা নিহিত আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ওই কবিতায় 'আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?' তখন সকলে বলিল- 'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।' অমলবাবুর কথায়, "উনি বাহবা পেতে চাইছেন। এটা অনেকটা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। এর জন্য বাড়তি কোটি কোটি টাকা আসবে কোথা থেকে?"। একই সুর সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর দীর্ঘদিনের সদস্য, ১৪ বছরের প্রাক্তন বিধায়ক, বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক রবীন দেবের। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে রবীনবাবু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯-এ অনেক ভাবনাচিন্তার পর এই পরিষদ তুলে দেওয়া হয়। এটা একটা হাতি পোষার মত ব্যাপার। ৫২ বছর আগে বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া নিয়ে বিধানসভায় বিতর্ক হয়েছিল। ২০১১-তে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে আসার পর ফের পরিষদ তৈরির চেষ্টা করে। সে সময় সর্বদলীয় বৈঠকে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার অবকাশ হয়েছিল। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (আর পি অ্যাক্ট) ধারাগুলো গুলে খেয়েছিলাম। বিধান পরিষদের কোনও দরকার নেই।"

তৃতীয় পর্যায়ের সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যর বক্তব্য, "এমনিতে তত্ত্বের দিক থেকে বিধান পরিষদ ভাল। এ রাজ্যে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র। প্রতিটিতে আড়াই লক্ষের ওপর ভোটদাতা। তফশিলি জাতি-উপজাতিদের না হয় সংরক্ষিত কেন্দ্র আছে। কিন্তু চিকিৎসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানি, শ্রমিক এই সব পৃথক গোষ্ঠীর কথা আইন প্রণয়নের সময় সঠিকভাবে অনেক সময়ে তোলা যায় না। আমি মহারাষ্ট্রে বিধান পরিষদের কিছু সদস্যর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা বিরোধী দলের সদস্য হয়েও শাসকপক্ষের মান্যতা পান। তবে, পশ্চিমবঙ্গে সেই পরিস্থিতি আছে কিনা, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন। এরকম পরিষদের মাধ্যমে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি হয়, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই।" প্রবীন রাজনীতিক তথা বিধানসভার বিরোধী দলের প্রাক্তন প্রধান কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান বলেন, "বিধান পরিষদের কোনও দরকার নেই। এটায় জনগণের টাকার অপব্যবহার হবে। একটা সময়ে প্রকৃত গুণীদের এই পরিষদের সদস্য করা হত। এটা এখন পেটোয়া লোকদের পুনর্বাসনের জায়গা, অপরাধীদের সম্মেলন হয়ে গিয়েছে। এ সব ভেবেই '৬৯-এ এ রাজ্যে পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। গত ৫০-৬০ বছরে দেশে নতুন করে কোনও রাজ্যে বিধান পরিষদ তৈরি হয়নি।"

রাজ্য মন্ত্রিসভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ হয়েছে, তা এর পর যাবে রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপালের অনুমোদন পেলে সেই প্রস্তাব এর পর যাবে বিধানসভায়। সেখানে আলোচনার পর পাশ হলে তা আইনে পরিণত হবে। এবং আইনসভায় আলোচনার মাধ্যমে বিধান পরিষদের নিয়ম নীতি নির্ধারণ করবেন বিধায়করা।

আব্দুল মান্নান মনে করেন, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল। কেন্দ্র অনুমতিই দেবে না। বিধান পরিষদের ভালমন্দের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? একই মত রবীন দেবের। তাহলে তৃণমূল সরকার পরিষদ তৈরির লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন? রবীনবাবুর বক্তব্য, "তৃণমূলনেত্রীর ঝুলিতে এরকম অনেক ভাবনা আছে। এর পর চেঁচাবে, কেন্দ্র দিচ্ছে না দিচ্ছে না বলে। যেমন রাজ্যের নামবদল নিয়ে করেছেন।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতীয়দের জীবন-জীবিকা গভীর সংকটে

নিত্যানন্দ ঘোষ

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, জীবিকা। কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ ভারতবর্ষে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অর্থনীতিকে ভালো মাত্রায় ধাক্কা দিয়েছে। বেরোজগারিও লাগামছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেরোজগারি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৩.৫ লক্ষ । এ তথ্য অসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র। এই সংস্থা জানিয়েছে, জানুয়ারি ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২১-র মধ্যে বেরোজগারি বৃদ্ধি ৯৯ লক্ষ্যের কাছাকাছি। গত চার মাশে বেরোজগারির হার ৮ শতাংশ পৌঁছেছে, যা মনে করা হচ্ছে সর্বোচ্চ। নানান সংস্থার কাজ করা নিয়মিত (রেগুলার) অনিয়মিত (ক্যাজুয়াল) ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পেও কাজ হারানোর বিষয়টি লক্ষ করা গিয়েছে। সিএমআইই-র দেওয়া তথ্যে জানা যাচ্ছে বেতনভুক ৩৪ লক্ষ ভারতীয় এপ্রিল ২০২১-এ কাজ হারিয়েছেন। এঁরা ছোট ওএ মাঝারি উদ্যোগে (এন্টারপ্রাইজেস) কোনওরকমে সংগ্রাম করে বেঁচেছিলেন। করোনা অতিমারির প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা তখনও সামলে উঠতে পারেননি তার মধ্যেই ঘটে গেল দ্বিতীয় ঢেউ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার তৃতীয় ঢেউও আসবে। এরকম চলতে থাকলে ভারতীয় অর্থনীতিই বা চাঙা হবে কীভাবে আর বেরোজগারিই বা কমবে কীভাবে? ইতিমধ্যেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে বেশি কিছু রাজ্য লকডাউন ঘোষণা করেছে। চার সপ্তাহ ধরে লকডাউন চলছে দিল্লিতে, কর্ণাটক, রাজস্থান ১০ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছে। নয়। দিনের লকডাউন চলছে কেরলে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য মিজোরামেও এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন। করোনা অতিমারি রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউন চাপাচ্ছে না রাজ্যগুলির উপর। কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউ সামলাতে মোদি সরকার নাজেহাল হয়েছিল। সেই সময় ছিল অপ্রতুল শয্যা সংখ্যা কোভিড রোগীদের জন্য। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনান্য পরিকাঠামোও ছিল আগেছালো। অথচ মোদিজি লকডাউন ঘোষণা করে থালা বাজিয়ে করোনা জয় করতে চেয়েছিলেন। ২০২০-তে যে অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন তার রেশ এখনও চলছে। তাই দ্বিতীয় ঢেউ আটকাতে মোদি সরকার লকডাউনের ভার রাজ্যগুলির উপরই ছেড়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেই হোক কিংবা রাজ্যের তরফেই লকডাউন ঘোষিত হলেতার অভিঘাত এসে পড়বে শ্রমজীবী মানুষের উপর।

তার মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরাও পড়েন। গত বছরের লকডাউনে কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক যে দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন, সেই স্মৃতি বা বলা ভালো দুঃস্বপ্ন এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। ভুক্তভোগীরা। সেই স্মৃতি জনমানসে এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। ফিকে হয়ে যায়নি পরিযায়ী শ্রমিকদের বেঘোরে মৃত্যু। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কর্মচ্যুত পরিযায়ী শ্রমিকদের পর্যাপ্ত খাদ্য ও জীবন জীবিকার বন্দোবস্ত করার জন্য তিনজন সমাজকর্মী উচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট)-এ ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন। আট কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে উচ্চ ন্যায়ালয় যাতে নির্দেশ দেয়। হর্ষ মান্দার, অঞ্জলি ভরদ্বাজ ও জগদীশ ছোকর ওই আবেদনে উচ্চ ন্যায়ালয়কে জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্তমানে কোনও জীবিকা নেই, নেই কোনও খাদ্যের সংস্থান। তাঁরা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন বা গণবন্টন ব্যবস্থার আততায়ও পড়েন না। তাঁরা ২০২০-র লকডাউনের স্মৃতিও উসকে দিয়ে বলেছেন, ওঁরা অর্থনৈতিক ভাবে খারাপ অবস্থার মধ্যে সেই থেকে দিন গুজরান করছেন। আইনজীবী প্রশান্তভূষণ মারফত যে আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ে ওই তিনি সমাজকর্মী করেছেন, তাতে উচ্চ ন্যায়ালয়কে কয়েকটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। সেগুলি এরকম—লকডাউন ও অন্যান্য বিধিনিষেধের কবলে পড়ে এঁরা জীবিকা ও আয়ের উপায় হারিয়েছেন। ফলে এঁদেরবাড়ি ভাড়া দেওয়ার টাকা ও খাদ্য কেনার টাকার সংস্থান নেই। লকডাউন ঘোষণার পরে (রাজ্যগুলি করেছে) এঁদের নিরাপত্তার সঙ্গে শহরও গ্রামের বাড়িতে ফেরার জন্য যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হবে, তার ব্যবস্থা করবে কে?

রাজ্যে রাজ্যে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ অছড়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে করে অর্থনৈতিকভাবে সমাজের ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ততা, বিশেষ করে পরিযায়ীদের দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ছে।

বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ীরা কোভিড সংক্রান্ত নিধিনিষেধের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনজাবিকা বহন করতে পারছেন না। বেশ কিছু রাজ্যে চলছে সম্পূর্ণ লকডাউন। কোথাও বা আশিক। এর ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া বা মেহনতিদের দূর্গতির সীমা নেই। রাজ্যে রাজ্যে পূর্ণ ও আংশিক লকডাউন ঘোষণার পরে দুর্গতদের কোনওরকম ত্রাণ দেওয়া বন্দোবস্ত বা নিরাপদে তাঁদের শহর বা গ্রামের বাড়িতে ফেরার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না। যদিও বা নিজেদের প্রচেষ্টায় কিছু পরিযায়ী বাড়ি ফিরছেন, সেকানে না আছে খাবার না আছে নতুন জীবিকার সন্ধান। এঁদের অধিকাংশই গণবন্টন ব্যবস্থার আওতার বাইরে। তাছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা আইড় বা রাজ্য পরিচালিত এই ধরনের কর্মসূচির আওতারও বাইরে এঁরা কেন না যথাযথ নথিপত্রেই এঁদের নেই। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কাজ হারানো পরিযায়ীদের কান্না শোনার ও চোখের জল মোঘানোর কেউ নেই।

স্মর্তবা,২০২০-তে সারা দেশে ৬৮ দিনের লকডাউন জারি ছিল। এই সময় পরিযায়ী বা তাঁদের মতো দুঃস্থদের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই পরিযায়ীদের ওই প্রকল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তারপরথেকেই কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের ছিল না খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে। তাছাড়া করোনার প্রথম ঢেউয়ের পরে অবস্থা যখন কিছুটা আয়ত্তে এলেছে, সেইসময় পরিযায়ীদের কিয়দংশ পুনারায় কাজে ফিরে যান। কিন্তু তাঁরা যে কাজ হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কম মজুরিতে কাজ করতে হয়েছে, মজুরিও সময়মতো জোটেনি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেরোজগারি ভয়ানক অবস্থায় পৌঁছেছে। নতুন কর্মসংস্থান এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। দেশের অর্থনীতি চাঙা হলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সিএমআইই অধিকর্তা জানিয়েছেন, লকডাউন এবং অর্থনীতির ঢিমে গতিতে সর্বস্বান্ত হয়েছে ছোট উদ্যোগ, গ্রামীণ ক্ষেত্র। তিনি জানিয়েছেন গত বছর কোভিড-১৯ পরিস্থিতিজনিত কারণেও ভারতের অর্থনীতি বিরাট ধাক্কা খায়। কর্মসংস্থানের বিষয়টিও ধাক্কা খায়। গত বারের ধাক্কা সামলানোর আগেই এসে পড়ল দ্বিতীয় ঢেউ, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর অভিমত, অর্থনীতি যদি দ্রুত পুরনো জায়গায় ফিরে আসে স্বাভাবিক ছন্দে তাহলে ছোট উদ্যোগগুলি পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু অবস্থা তা তাতে অর্থনীতির চাঙা হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উল্টে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী সংকোচন ঘটেই চলেছে।

সিএমআইন জানাচ্ছে ভারবর্ষে ডিসেম্বর২০২১ সালেসংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে মোট ৩৮.৮৭৭ কোটি শ্রমশক্তি ছিল। জানুয়ারি ২২১-এর শেষে তা দাঁড়ায় ৪০.০৭ কোটি কিন্তু ফেব্রুয়ারিতেই তা কমে হয় ৩৯.৮২১ কোটি, মার্চে ৩৯.৮১৪ কোটি এবং এপ্রিলের শেষে ৩৯.০৭৯ কোটি। দেখা যাচ্ছে ২৮.৪ কোটি বেতনভুক্ত কাজ হারিয়েছেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে এবং ৫.৬ লক্ষ কাজ হারিয়েছেন মহানগরীতে, যা বেতনভুক্ত ৪.৬ কোটি কর্মী মার্চের থেকে কমে এপ্রিলে হয়েছে ৪.৫৪৪ কোটিতে। গ্রামে ফেব্রুয়ারিতে থাকা বেতনভুক্ত ৩.২২৪কোটি মার্চে ও এপ্রিলে যথাক্রমে কমে দাঁড়িয়েছে ৩.০৭২ কোটি ও ২.৭৮৮ কোটিতে। এ অবস্থায় দেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ভারত জীবিকার গভীর সংকটের দিকে এগোচ্ছে। জাঁ দ্রেজের মতো অর্থনীতিবিদ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দেওয়া উচিত। কেন্দ্রে বলে মন্তব্য করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অবশ্য ভারতীয় অর্থনীতির গতিমুখ নিয়ে উল্টো কথা বলা হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারের পরামর্শদাতা ও পরিকল্পনা (পলিসি মেকারস) বলছেন মোট অভ্যন্তেরীণ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি হারই অর্থনীতি যে চাঙা অবস্থায় আছে, তার সূচক।

যদিও অধোগতির অর্থনীতির পুরবরুদ্ধার নিহিত আছে উৎপাদন ব্যবস্থার চাঙা হওয়ার উফর। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শদাতা ও পরিকল্পকরা অর্থনীতির বৃদ্ধিকে জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলেও বেরোজগারিকে আলাদাভাবেই দেখতে হবে। কেননা জিডিপি বৃদ্ধি তে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অর্থনীতিকে চাঙা করতে জরুরি কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে অদ্ভুত এক নীরবতা লক্ষ করা যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের বোঝা উচিত বেরোজগারি ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে তা অতিমারি চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত গঙ্গারামপুর, আহত ৩ জন

গঙ্গারামপুর, ১৮ মে (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার রাঘবপুর এলাকায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়াকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'পক্ষের তিনজন।

অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কল্যাণ দাসকে মারধর করেন বিজেপি কর্মীরা। এদিকে, বিজেপির পালটা অভিযোগ, দলের কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছেন তৃণমূলের লোকেরা। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে রাঘবপুর এলাকার বেহাল রাস্তার মাঝে বিয়েবাড়ির একটি গাড়ি আটকে পড়ে। সেই সময় স্থানীয় মানুষজন গাড়িটিকে ঠেলে পার করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, গাড়িটি ঠেলে বেহাল রাস্তা পার করে দেবার সময় গ্রামের এক ব্যক্তি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন। এনিয়ে গ্রামের দু'পক্ষের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রথমে বচসা বাধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন তৃণমূলের গঙ্গারামপুর অঞ্চল সভাপতি কল্যাণ দাস। তবে সেখানে কল্যাণবাবুর ওপর চড়াও হন বিজেপির কর্মীরা। মারধরে কল্যাণবাবুর মাথায় আঘাত লাগে। তাঁকে বাঁচাতে গেলে আরও দুই তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অপরদিকে, বিজেপির পালটা অভিযোগ, বিজেপি নেতা কমল দাসের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় তৃণমূল।

ঘটনার পরই আহতদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ রাঘবপুরে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। নতুন করে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায় সেদিকে নজর রেখে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। মঙ্গলবার সকাল হতে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম দাস, আহত তৃণমূলের সভাপতি কল্যাণ দাস সহ তৃণমূল নেতৃত্ব গঙ্গারামপুর থানায় যান। থানায় বিজেপি নেতা কমল দাস সহ চার জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও তৃণমূলের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেন বিজেপির জেলা সভাপতি বিনয় বর্মন। এদিন গঙ্গারামপুর থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু বলেন, চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

ফের সক্রিয় সাইবার দুস্কৃতী, উড়ো ফোনেই দুর্গাপুরে ব্যাবসায়ীর অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিল

দুর্গাপুর, ১৮ মে (হি.স.): অসুস্থতার ফাঁদ পেতে ব্যাঙ্কে উড়ো ফোন করে ব্যাবসায়ীর অ্যাকাউন্ট থেকে সুকৌশলে টাকা হাতিয়ে নিল সাইবার দুস্কৃতী চক্র। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজারে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে ব্যাবসায়ী মহলে। প্রশ্ন উঠেছে ব্যাঙ্ককর্মীদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কমিশনারেট সাইবার পুলিশ।

ঘটনায় জানা গেছে, টাকা খোয়ানো ওই ব্যাবসায়ী দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজারে অটোমোবাইল শোরুম রয়েছে। এবং এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী। শহরের একাধিক ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ঘটনার বিবরনে ওই ব্যাবসায়ীর ম্যানেজার

অনুপরঞ্জন সরকার বলেন,' গতকাল অ্যাকাউন্ট মেলাতে গিয়ে দেখি রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে আমাদের অজান্তে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা গায়েব। অন্য কারও অ্যাকাউন্টে ট্রান্স পার হয়েছে। সেটা আমাদের অজান্তে। পরে ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হয়। তাতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ৪ মে আমাদের নাম করে অসুস্থতার কারন দেখিয়ে ফোন করে এবং টাকা ট্রান্সপার করতে বলে।' অনুপরঞ্জনবাবু বলেন,' আমাদের ফোনের সত্যতা যাচাই না করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ট্রান্সপার করে দেয় ওই টাকা। যদিও আমাদের চেকে সমস্ত পেমেন্ট হয়। তারপরও কিভাবে করল ব্যাঙ্ক বুঝতে পারছি না। আমরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।' তিনি আরও বলেন,' কয়েকদিন আগে আরও একটি ব্যাঙ্কে এধরনের ফোন করে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ট্রান্সপার করতে বলে। কিন্তু ওই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে বিষয়টি জানাতেই আমরা ওই পেমেন্ট আটকে দিতে বলি।' জানা গেছে, সাইবার দুস্কৃতীরা সম্প্রতি নতুন করে প্রতারনার ফাঁদ তৈরী করেছে। সেটা আবার সরাসরি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ীর নাম করে অ্যাকাউন্ট থেকে সুকৌশলে টাকা ট্রান্সপার। যদিও এদিন দুর্গাপুর থানা ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের সাইবার থানা অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দুর্গাপুরের বেনাচিতি শাখার তরফে চিফ ম্যানেজার জানিয়েছেন,"তদন্ত চলছে।"

প্রেসিডেন্সিতে রাত কাটল ফিরহাদ-সুব্রতর হাসপাতালে ভর্তি মদন ও শোভন

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): প্রেসিডেন্সি জেলেই রাত কাটল পশ্চিমবঙ্গের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। আরও দু'জন নেতা মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হল এসএসকেএম হাসপাতালে। মঙ্গলবার ভোররাতে শ্বাসকষ্ট হয় মদনের, তাই মদনকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে। অসুস্থতার কারণে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে শোভন চট্টোপাধ্যায়কেও। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও অসুস্থতা বোধ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার মধ্যরাতেই নিজাম প্যালেস থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয় ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের দেওয়া ওই চার জনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের নির্দেশ সোমবার রাতেই খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই চার নেতার বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারপরেই সোমবার রাত ১.১৫ মিনিট নাগাদ নিজাম প্যালেস থেকে ওই চার জনকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। চার জনকেই চারটি আলাদা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। রাতেই সকলকে আলাদা আলাদা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু, ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ জেলের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন মদন এবং শোভন। তার পর তাঁদের ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে। ওই দু'জনেই এখন হাসপাতালে ভর্তি। সুব্রতকে হাসপাতালে আনা হলেও পরে তাঁকে জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভোররাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয় মদনের, তখনই তাঁকে নিয়ে আসা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। এখন তিনি উডবার্ন ওয়ার্ডের ১০৩ নম্বর ঘরে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়েছিল মদনের শরীরে।

তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। জেলে যাওয়ার পর শোভনও অসুস্থ বোধ করেন। উডবার্ন ওয়ার্ডের ১০৬ নম্বর ঘরে তিনি ভর্তি রয়েছেন।

এই ৪ জন নেতাই বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। মধ্যরাতে নিজাম প্যালেস থেকে বেরোনোর সময় ফিরহাদ হাকিম বলেন, "বিজেপি সব কিনে নিতে পারে। এর পর হয়তো ইডি লাগাবে। কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমায় নিয়োগ করা হয়েছিল। কলকাতার মানুষকে বাঁচাতে দিল না। বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা আছে আমার।" মদন মিত্র বলেন, "বাড়িতে আমার স্ত্রী কোভিডে আক্রান্ত। সেই অবস্থাতেই ২০-৩০ জন সিবিআই আধিকারিক আমার বাড়িতে ঢুকে পড়েন। কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে দু"জন নেতা ভোটের ফলাফল মেনে নিতে পারছে না...বল ঘুরতে শুরু করেছে।" সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "বলার কিছু নেই মানুষ সবই দেখছে।"

কোভিডে মৃতদের দেহ সংকারে এক টাকাও পরিবারকে দিতে হবে না

রাতে সিনিয়র ডাক্তারদের হাসপাতেলে থাকা বাধ্যতামূলক, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

তেজপুর (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : 'চিকিৎসকের অভাব বলে অনেক সময় অভিযোগ ওঠে। যেখানে চিকিৎসকের অভাব দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে তা সরকারকে জানাতে হবে। সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চিকিৎসকের অভাব নয়, কাজ না করে কোয়ার্টারে থাকলেই চিকিৎসকের অভাব হয়।' বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ মঙ্গলবার তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় গৃহীত ব্যবস্থপনা সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাতে কোনও সিনিয়র চিকিৎসক হাসপাতালে থাকেন না। এজন্য রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন থেকে তিনি রাত দুটায় হাসপাতালে ভিডিও কল করবেন। রাতে সিনিয়র চিকিৎসকরা ডিউটি করছেন কিনা তা দেখবেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সকালে তেজপুরে শোণিতপুর জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে জেলার কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। সে সময় একাংশ সিনিয়র ডাক্তার রাতে ডিউটি করেন না প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শীঘ্রই তিনি এই সমস্যার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর আরও নির্দেশ, এখন থেকে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিনিয়র চিকিৎসক ছাড়াও অধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট অথবা ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যে যে কোনও একজনকে রাতে হাসপাতালে উপিস্থিত থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রাশাসন এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের এই বিষয়টির ওপর পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি ঘটলেও এখনও জটিল। তিনি বলেন, গুয়াহাটির তুলনায় শোণিতপুরে কোভিডের হার বেশি। তিনি বলেন, গুয়াহাটিতে গতকাল ৬.৯০ শতাংশ কোভিড সংক্রমিত শনাক্ত করা হয়েছিল। এর বিপরীতে শোণিতপুরে এই হার ছিল ১০ শতাংশ। শোণিতপুরে মোট ১৩১টি মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে। এমতাবস্থায় এখানে করোনা প্রতিরোধী নিয়মসমূহ কঠোর ভাবে মানার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া সান্ধ্য আইন যাতে কঠোর ভাবে পালিত হয় তার জন্য তিনি প্রাশাসনকে নির্দেশ দেন।

রাজ্য সরকার দুস্থ পরিবারদের এই সময়ে দু-হাজার টাকার খ্যদ্য সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করেছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ব্যবস্থা জেলাশাসকের কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন, করোনার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে আর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুসারে তা গ্রহণ করা হবে। করোনার সংহারে শোণিতপুর জেলায় মোট ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলেও তথ্য প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিদ্যমান ৪০টি আইসিইউ বিছানা থেকে ৭০টি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচার এবং মেডিসিন বিভাগে অক্সিজেন পাইপ লাইন সংযোগ করা হবে। প্রযোজন সাপেক্ষে এখানেও করোনা রোগী রাখার সুবিধা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন।

অন্যদিকে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে না বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিডে মৃত্যু হয়ে অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুদের দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে সরকার শীঘ্রই এক প্রকল্প হাতে নেবে। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে সকলকে জানানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনায় আক্রান্ত হয়ে যদি কোনও পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তা-হলে সেই পরিবারকেও সরকার সাহায্য করবে। তবে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে সেই পরিবারকে সরকারি সাহায্য প্রদান করার নিয়ম প্রচলন করা যুক্তিসংগত কিনা তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রযেছে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এদিকে কোভিডে আক্রান্ত যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেই ব্যক্তির সৎকারের সমস্ত দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার জন্য তিন হাজার টাকা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী পরিবারের কোনও টাকা-পয়সা দিতে হবে ন। মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকেও এ ব্যাপারে নজর রাখার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী এদিন তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ছাড়াও ঘোরামারি, সিরাজুলি আদর্শ হাসপাতাল এবং তেজপুর মানসিক হাসপাতালের পুরোনো ভবনটি কোভিড কেয়ার সেন্টারে উন্নীত করা হবে বলে জানান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দুই সংসদ তপন গগৈ ও পল্লবলোচন দাস, বরসলার বিধায়ক গণেশ লিম্বু, তেজপুরের বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাজির হয়ে অক্সিজেন প্ল্যান্টেরও পর্যবেক্ষণ করেছেন।

অসুস্থ সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয়বার হাসপাতালে

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : অসুস্থ বোধ করায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয়বার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হল নারদ কাণ্ডে ধৃত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। উডবার্ন ব্লকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। ইতিমধ্যেই চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখছেন। মঙ্গলবার ভোরেও তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তবে সেই সময় শারীরিক পরীক্ষা না করেই জেলে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি।

সোমবার রাতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারেই ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায় , মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়। ভোররাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন মদন মিত্র ও শোভনবাবু। সেই সময় তাঁদের সঙ্গেই এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু তিনি তখন কোনও পরীক্ষা করাননি, ফিরে গিয়েছিলেন জেলে। পরে মঙ্গলবার বেলার দিকে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন সুব্রত। অসুস্থতা বোধ করেন ফিরহাদ হাকিমও।

সূত্রের খবর, সোমবার রাত থেকে সুব্রতবাবু কার্যত কিছুই খাননি। এদিন সকালে চা-জল ছাড়াও কিছু খাননি। সকালের জলখাবারও খাননি। গতকালই সুব্রতবাবুর পরিবারের তরফে সিবিআইয়ের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল যে তাঁকে যেন হাসপাতালে রাখা হয়, জেলে নয়। কারণ তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল নেই। সেই আবেদন রাখা না হলেও রাতেই জেলরক্ষীদের মারফতই জেলের ভিতর ওষুধ পৌঁছয় তাঁর কাছে।

এদিন ভোরে সুব্রতবাবুকে এসএসকেএম হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তবে সেই সময় শারীরিক পরীক্ষা না করেই জেলে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। পরে প্রেসিডেন্সি জেলের নিজস্ব চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রক্তচাপ কমে যাওয়ায় পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার কথা জানান তাঁরা। এরপরেই বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পুলিশের গাড়িতে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাজ্যের এই বর্ষীয়াণ মন্ত্রীকে। সেই সময় উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জেলের বাইরে দাঁড়িয়ে সুব্রতবাবু বলেন, 'আমি অসুস্থ বোধ করছি। তাই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।'

এসএসকেএম হাসপাতালে আনা হলে তাঁকে উডবার্ন ব্লকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে সেখানে থাকা জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে হাসপাতালের ভিতর ঢুকে যান তিনি। ইতিমধ্যেই চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখছেন। এখনও সেখানেই রয়েছেন তিনি। তবে সূত্রে জানা গিয়েছে, মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন সুব্রতবাবু। কারন গতকাল থেকেই তাঁকে শারীরিক ও মানসিক ভাবেই হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এই অবস্থায় তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই আপাতত দু"দিন সুব্রতবাবুকে হাসপাতালে নজরদারিতে রাখা হতে পারে বলেই জানা গিয়েছে।

তবে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসকেএম হাসঅয়াতাল নয়, প্রেসিডেন্সি জেলেই যে হাসপাতাল রয়েছে সেখানেই নেতা-মন্ত্রীদের যাবতীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে চাইছেন আঁরা। কারও শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জেল হাসপাতালেই রাখতে চাইছে সিবিআই। ওই হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ১০৩ ও ১০৬ নম্বর কেবিনে ভরতি রয়েছেন মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সদ্য করোনাজয়ী মদন মিত্রের সামান্য শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। তাঁকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক শারীরিক সমস্যা রয়েছে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। যা নিয়ে সোমবার রাতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ছেলে এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে শোভনবাবুর শ্বাসকষ্টের সমস্যাই রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায় দু'জনের শারীরিক অবস্থাই স্থিতিশীল।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুর্শিদাবাদে অবসাদে আত্মঘাতী করোনায় মৃত ছেলের মা

মুর্শিদাবাদ, ১৮ মে (হি. স.) : কয়েকদিন আগে করোনায় মৃত্যু হয়েছে বড় ছেলের। পুত্র বিয়োগ মেনে নিতে না পেরে মঙ্গলবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলেন শোকস্তব্ধ মা। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত হরিদাসমাটি এলাকায়। জানা গিয়েছে, কয়েক দিনের জ্বরে কাবু হয়ে পড়েন ৬৪ বছরের গোপাল হালদার। কোভিড টেস্টের রিপোর্ট আসে পজেটিভ। এর কয়েকদিনের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য কোমর্বিডিটিতে মৃত্যু হয় তাঁর। দিন সাতেক আগে ছেলের এই আচমকা মৃত্যু কোনও ভাবে মেনে নিতে পারেননি মা গৌরীবালা হালদার। ৯১ বছরের বৃদ্ধা এদিন সকালে ঘর বন্ধ করে গায়ে আগুন লাগিয়ে নেন। প্রতিবেশীরা উদ্ধার করতে ছুটে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বাড়িতেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। পরে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ মনে করছে মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যা করেছেন বৃদ্ধা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্লাজমা নয়, বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন, বলেন ডা. মানস দাস

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : দেশে করোনার যে ডাবল মিউটেন্ট স্ট্রেইন ধরা পড়েছে, তা হল 'বি-১'৬১৭' ('ঙ্ক-১'"৬১৭')। এই স্ট্রেইনে প্লাজমা থেরাপিও কার্যকর হবে না। সম্প্রতি বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষায় তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাই অযথা প্লাজমার উপর নির্ভর না করে, বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন, মনে করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডা. মানস দাস। বরাক উপত্যকা প্লাজমা থেরাপির কনভেনার ডা. মানস দাস হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় আরও বলেন, এই করোনা কালে রোগীর সরাসরি চিকিৎসার প্রয়োজন। ভেন্টিলেটর ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন মজুত থাকাটাও খুব জরুরি। তিনি বলেন, অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাসের প্রকোপে সমগ্র বিশ্ব তটস্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কোভিড-১৯ ভাইরাস নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে নানা রকম ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনও ভ্যাকসিনই সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এখন পর্যন্ত দেশের প্রায় আড়াই কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছেন। সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণও কেড়ে নিয়েছে এই অদৃশ্য মারণ ভাইরাস।

বরাক উপত্যকার প্লাজমা থেরাপির আহ্বায়ক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মানস দাস বলেন, বর্তমানে 'ডাবল মিউটেন্ট' স্ট্রেইন জনজীবনকে আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে। 'ডাবল মিউটেন্ট' স্ট্রেইন নাকি আরও বেশি ভয়ঙ্কর। কোভিড-১৯ ভাইরাস থেকে পনেরো গুণ বেশি সংক্রমণের ক্ষমতা রাখে এই ডাবল মিউটেন্ট স্ট্রেইন। ডা. দাস আরও বলেন, করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা লোকদের শরীর থেকে প্লাজমা নিয়ে সংক্রমিত লোকের শরীরে দিয়েও এখন তেমন কাজ হচ্ছে না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে ডাবল মিউটেন্ট স্ট্রেইনে প্লাজমা থেরাপি দিয়েও কাজ হবে না। তিনি বলেন, শুরুর দিকে কারো সংস্পর্শে এলেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়ে যেত। আর এই সংক্রমণকে বলা হত 'ড্রপ লেট সিস্টেম'। আর এখন কোভিড-১৯ ভাইরাস তার চরিত্র পাল্টে ফেলেছে। এখন হচ্ছে 'এয়ার বর্ন'। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এই ভাইরাস। যার ফলে আক্রান্তের সংস্পর্শে না এসেও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন মানুষ। তাই এ-থেকে বাঁচার একমাত্র পথ সর্বাবস্থায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা, সর্বদা মাস্ক পরিধান করা, কিছুক্ষণ পর পর হাত স্যানিটাইজ করা, অকারণে নাক ও মুখে হাত না লাগানো। বসতঘরের পারিপার্শিক পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এ-সব ব্যাপারে মানুষকে সদা সচেতন থাকতে পরামর্শ দেন ডা. মানস দাস।

ইদানীং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ও এক শ্রেণির মানুষের শোনা যাচ্ছে, মদ্যপান করলে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে না। উত্তেজক এই পানীয় নাকি শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে তুলে এবং তা করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে খুবই কার্যকর। এ-বিষয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মানস দাস জানান, প্রায় বছরখানেক থেকে এমন একটা অপপ্রচার পরিকল্পিতভাবে চালানো হচ্ছে। এ-সবের কোনও বাস্তবিকতা নেই। তিনি বলেন, স্যানিটাইজারেও অ্যালকোহল থাকে এবং ওয়াইনেও অ্যালকোহল থাকে। তবে দুটোই ভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল। যারা করোনার ভয়ে ওয়াইন বা উত্তেজক পানীয় নিচ্ছেন, তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তাঁদের শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্থাৎ 'ইমিউনিটি বোস্টআপ' সিস্টেমকে দুর্বল করে ফেলছেন। তাই এই সকল অবান্তর গুজবে কান না দিয়ে, কীভাবে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান ডা. মানস দাস। এর জন্য পুষ্টিকর আহারের প্রতি নজর দেওয়া সহ শাক-সবজি বেশি পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া সবসময় গরম জল পান করার উপরও গুরুত্ব দেন ডাক্তার। ড় দাস বলেন, করোনা ভাইরাস মানবজাতির জন্য এক অদৃশ্য বিভীষিকা। এর পরও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানবসভ্যতাকে কিছু ইতিবাচক শিক্ষাও দিচ্ছে। যেমন করোনার আগমনের আগে মানুষ এতটা স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন না। এখন প্রতি মুহূর্তে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা, সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, এ-সব ব্যাপারে মানুষ বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনগণ যদি স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ওঠেন তা-হলে, করোনাই হোক আর ডাবল মিউটেন্ট স্ট্রেইনই হোক, এ-সব ভাইরাসের বিরুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী, দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন উপত্যকার বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা প্লাজমা থেরাপির বরাক উপত্যকার কনভেনার ডা. মানস দাস।

ওএনজিসি-র অপহৃত কর্মচারী রিতুল শইকিয়া মায়নামারে, শীঘ্রই উদ্ধার, পরিবারবর্গকে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

তিতাবর (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : : খুব শীঘ্রই ২১ এপ্রিল রাতে ওএনজিসি-র অপহৃত কর্মচারী রিতুল শইকিয়াকে উদ্ধার করা হবে। রিতুল এ মুহূর্তে মায়ানমারে আলফা-স্বাধীনের হেফাজতে আছেন। ভালোই আছেন রিতুল। আজ মঙ্গলবার যোরহাট জেলার তিতাবরে বরহোলায় নাঙলগাঁওয়ে অপহৃত রিতুল শইকিয়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা, বাবা ও পত্নীদের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ দুপুরে গুয়াহাটি থেকে হেলিকপ্টারে এসে ন-পাম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবতরণ করে সোজা অপহৃত রিতুল শইকিয়ার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে প্রথমে রিতুলের অসুস্থ মায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তিন সাংসদ কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা, পল্লবলোচন দাস ও তপন গগৈ, স্থানীয় বিধায়ক ভাস্করজ্যোতি বরুয়া প্রমুখ সরকারি কয়েকজন পদস্থ আধিকারিক। এই খবর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল টুইটারে লিখেছেন, 'ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের মর্মবেদনা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের আশ্বাস প্রদান করেছি যে, অপহৃত কর্মচারী রিতুলকে উদ্ধারের জন্য অসম সরকার যথাসম্ভব সবধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।'

উল্লেখ্য, গত ২১ এপ্রিল রাতে আলফা স্বাধীনের সদস্যরা রিতুল শইকিয়ার সঙ্গে মোহিনী গগৈ এবং অলকেশ শইকিয়া নামের আরও দুই ওএনজিসি-র কর্মচারীকে অপহরণ করেছিল। বাকি দুজনকে অভিযান চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও সন্ধান নেই রিতুল শইকিয়ার। অসমের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তও এর আগে দাবি করেছিলেন, রিতুল শইকিয়া আলফা স্বাধীনের হেফাজতে আছেন। কিন্তু পুলিশের এই দাবি তখন নস্যাৎ করেছিলেন আলফা স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়া। অথচ রিতুল আলফা স্বাধীনের হেফাজতে মায়ানমারে কুশলেই আছেন, মুখ্যমন্ত্রীর আজকের বক্তব্যের পর সেই পরেশ বরুয়া মিডিয়ার সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। আলফা স্বাধীন-প্রধান পরেশ বরুয়া স্পষ্ট বলেছেন, 'নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দাবি একশো শতাংশ সত্য। রিতুল বর্তমানে আমাদের হেফাজতে কুশলেই আছেন। আমাদের সাত দফা দাবি ওএনজিসি এবং রাজ্য সরকার মেনে নিলে শীঘ্রই তাঁকে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি দেওয়া হবে।'

এদিকে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মুখ্যমন্ত্রী একই আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, শীঘ্রই তাকে মায়ানমার থেকে আলফা স্বাধীনের কবল থেকে মুক্ত করে আনার সবধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তাঁর সরকার।

আলফার যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, আলফা স্বাধীনের যুদ্ধবিরতিকে এক ইতিবাচক দিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে আলফা-র তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আসলে সরকার অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিতে তা বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতির পরবর্তী পর্যায়ে কোন কোন বিষয়াবলি আলোচনা করা উচিত অর্থাৎ কোন বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে বা কোনগুলি নয় তা ভেবে দেখতে হবে। আমাদের সকলের সীমাবদ্ধতাকে উপযুক্ত সম্মান জানিয়ে যদি আলোচনার দুয়ার খোলা যায় তা-হলে জাতি এক নতুন জীবন লাভ করবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই, যুদ্ধবিরতিকে এগিয়ে নিতে হলে গ্রাউন্ড রুল প্রস্তুত করতে হবে। আলফা স্বাধীন যদি গ্রাউন্ড রুল প্রস্তুত করে আলোচনায় আসতে চায়, তা-হলে সরকার তার জন্য দরজা অবশ্য খোলা রাখবে। হিমন্তবিশ্ব বলেন, আলফা-র যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় কিছুটা হলেও আশার কিরণ দেখা যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে পরেশ বরুয়াকে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অসমের মানুষ একান্তমনে এই আলোচনা কামনা করছেন। টিংরাইকাণ্ড অথবা রিতুল শইকিয়ার মতো অপহরণজনিত ঘটনা সংগঠিত হোক, তা অসমের মানুষ কখনও চান না, বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এদিকে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ যে বয়ান দিয়েছেন তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন আলফা স্বাধীন-প্রধান পরেশ বরুয়া। টেলিফোনিক বার্তালাপে পরেশ ফের বলেছেন, তাঁদের সাত দফা দাবির ভিত্তিতেই তাঁরা আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা। দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরেসুস্থে স্কিপিং করুন। দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না। দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না। দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে।

দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে। ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান। এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল। শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না এক দিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

ভাগাভাগিতেই জীবনের আসল সুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" এ কথাটা মনে হয় পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন তরুণ খ্রিস্টোফারের কানে। ধনী পরিবারের মেধাবী ছেলেটা পড়াশোনা শেষ করে একদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, সুখের সন্ধানে। কাউকে কিচ্ছুটি বলেন না, সঙ্গে একটা ডলারও নেন না, বরং যা জমা করেছিলেন, তা দাতব্য সংস্থাকে দিয়ে যান।বাড়ি থেকে বহুদূরের পরিত্যক্ত এক বাসে ঠাঁই নেন খ্রিস্টোফার। যাত্রাপথের বিভিন্ন মানুষ আর অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জীবনে সুখের জন্য টাকা নয়, ভালোবাসাটাই মূল। ধনী পরিবারে বেড়ে উঠলেও ভালোবাসার বড় আকাল ছিল সেখানে। ছিল শুধু অশ্রদ্ধা, অসম্মান আর সংঘাত। সুখের সন্ধান পেয়ে যারপরনাই খুশি তিনি। মনস্থির করেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার। সবার সঙ্গে ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নেওয়ার।

কিন্তু ভাগ্য সহায় হয় না। আসার সময় যে নদী বরফে শক্ত হয়ে ছিল, তা খরস্রোতা পানিতে ভরে যায়। আটকা পড়ে যান খ্রিস্টোফার। খেয়ে ফেলেন এক বিষাক্ত ফল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি লিখে যান, 'সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়াতেই জীবনের আসল সুখ।'

খ্রিস্টোফারের একেবারে বিপরীত আর্থসামাজিক অবস্থায় বাস কিশোর উইলিয়ামের। আফ্রিকার দরিদ্র দেশ মালাবির প্রত্যন্ত এক গ্রামে থাকে সে। তার পরিবারে টাকা নেই, তবে ভালোবাসা আছে। দারিদ্র্যের কঠিন দিনগুলো একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা আছে। বন্যা আর খরায় ফসল হয় না। খেয়েপরে বেঁচে থাকাটা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তখন বেতন দিতে না পেরে পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে যায় উইলিয়ামের। কিন্তু এই কিশোর চায়, পরিবারকে কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে। অভাবে পড়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে পটিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বই ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে ফেলে উইন্ডমিল বানানোর কৌশল।

উইন্ডমিলের ছোট্ট একটা নমুনা বানায় উইলিয়াম। বাবাকে দেখিয়ে বলে, 'তোমার জন্য আমি পানি এনে দিতে পারব! অভাব-দারিদ্র্যে দিশেহারা বাবা ছেলের কথা কানে তোলেন না। এরপর ছেলে যখন সত্যিকারের উইন্ডমিল বানানোর জন্য বাবার সাইকেলটা চেয়ে বসে, বাবা রেগে আগুন হয়ে যান। মা পাশে দাঁড়ান। স্থানীয় সব উপকরণ দিয়ে উইলিয়াম সত্যিকারের উইন্ডমিল বানিয়ে ফেলে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পায় পানি। যে পানিতে ধূসর মাটি হয়ে যায় চাষযোগ্য। সবুজে ভরে ওঠে চারপাশের ফসলের জমি। কিশোরের এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে মালাবির গ্রাম থেকে গ্রামে। এমনকি আশপাশের দেশেও।ভারতের দরিদ্র ও রক্ষণশীল সমাজে বড় হওয়া যুবক লক্ষ্মী চৌহানের কাছে সুখ একটু অন্য রকম। স্ত্রীকে তিনি বড্ড ভালোবাসেন। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে থাকতে চান। কিন্তু মাসের কয়টা দিন মাসিক নিয়ে স্ত্রীকে অনেক কষ্ট সইতে হয়। এই সময়টায় সুখ না হোক, একটু স্বস্তি দিতে কাঠখড় পুড়িয়ে প্যাড বানান তিনি। অল্প দামের, যেন সব নারীই ব্যবহার করতে পারেন। কুসংস্কার আর অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি পেছনে ফেলে তাঁরা সুরক্ষিত থাকতে পারেন।পুরুষ হয়ে নারীর সুখ-স্বস্তি, তা—ও আবার মাসিক বা প্যাডের মতো অনুচ্চারিত বিষয় নিয়ে কাজ করায় লক্ষ্মী চৌহানকে লোকের কটু কথা শুনতে হয়। হাসিঠাট্টা চলে হরহামেশা। কিন্তু কিছুই দমাতে পারে না তাঁকে। মানুষের উপকারে আসা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি মেলে তাঁর। পেয়ে যান রাষ্ট্রীয় সম্মাননাও।লক্ষ্মী চাইলেই তাঁর মেশিন ও কৌশলটা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচে দিতে পারতেন। বিনিময়ে অনেক টাকা পেতেন। আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তিনি চান, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র নারীরা এই প্রযুক্তি দিয়ে নিজেরাই প্যাড বানিয়ে বিক্রি করুক। এতে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হলো, আবার স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সুরক্ষিত থাকল। এই ভাগাভাগিতেই তাঁর সুখ।

ইনটু দ্য ওয়াইল্ড-এর খ্রিস্টোফার, দ্য বয়হুহার্নেসড দ্য উইন্ড-এর উইলিয়াম আর প্যাডম্যান-এর লক্ষ্মী সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার চরিত্র। তারা অনায়াসে মানুষের চিরাচরিত সুখের সংজ্ঞাটা বদলে দিতে পারে। এমন দুর্যোগের দিনে তো সেই সম্ভাবনা আরও প্রবল।

বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভা

পর্দায় তাঁদের অনেক কিছুই করতে হয়ধুন্ধুমার মারপিট থেকে শুরু করে শূন্যে উড়োজাহাজ চালানো। বাস্তবে অবশ্য অভিনয়ই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান এবং এতেই তাঁরা দক্ষ। করোনাকালে দুনিয়ার অনেক অদেখার দেখা মিলছে, একইভাবে মিলছে বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভার খোঁজও। বিস্তারিত লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য্য

করোনাকালে ভূমি পেড়্নেকর নিজের এক গোপন ইচ্ছা পূরণ করলেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল বাগান গড়বেন। তাই লকডাউনের অখণ্ড অবসরে নিজের বাড়ির একফালি জায়গায় রীতিমতো চাষাবাদ শুরু করেছেন তিনি। তা-ও আবার সনাতন পদ্ধতিতে নয়, নিজের নামের বিপরীতে গিয়ে করেছেন চাষাবাদ। মানে ভূমি বা মাটি ব্যবহার না করে পানিতে গাছের চারা রোপণ করেছেন এই অভিনেত্রী। চাষাবাদের এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'হাইড্রোপোনিক'। মাটি ব্যবহার না করে পানির মিশ্রণে পুষ্টি উপাদান মিশিয়ে তারপর গাছ ফলানো চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য বেশ পড়াশোনাও করতে হয়েছে ভূমিকে। করতে হয়েছে ভীষণ পরিশ্রম। পরিশ্রমের ফল তিনি পেয়েছেন, ঘরে তুলেছেন নিজের হাতে ফলানো শাকসবজি। এ কাজে ভূমিকে সাহায্য করেছেন তাঁর মা সুমিত্রা।

শুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই। সম্পূর্ণ গৃহবন্দী জাহ্নবী কাপুর। লকডাউনের এই সময়টাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন শ্রীদেবী-কন্যা। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন মায়ের টুকরো টুকরো স্মৃতি। মায়ের সুগন্ধি, মায়ের চুড়ি, মায়ের শাড়িএসবের মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক শিল্পীসত্তাটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন জাহ্নবী। ক্যানভাসে নানান রঙের আঁচড়ে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন এই অভিনেত্রী।

ক্যাটরিনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ৯ থেকে ৯০। এবার হয়তো তাঁর গিটারের ঝংকারেও আবিষ্ট হবেন সবাই। করোনার লকডাউনে ক্যাটরিনা গিটার শিখছেন মন দিয়ে। তবে এখনো তাঁর এই প্রতিভা উন্মুক্ত হয়নি। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই বলিউড নায়িকাকে গিটার হাতে দেখা গেছে। তিনি জানিয়েছেন, শিগগিরই তাঁর গিটারের টুংটাং শোনা যাবে। বলিউডের সংগীতপরিচালক অঙ্কুর তিওয়ারিকে নিজের পোস্টে ট্যাগ করেছেন ক্যাটরিনা। ধারণা করা হচ্ছে, সৃজনশীল এই চর্চায় হয়তো অঙ্কুরই ক্যাটের গুরু। সু—অভিনেত্রী হিসেবে আলিয়া নিজেকে অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন। এমনকি তিনি অল্পবিস্তর গাইতেও পারেন। এবার আলিয়া হাতে তুলে নিলেন কলম। এবারের ধরিত্রী দিবসে (২২ এপ্রিল) এই বলিউড নায়িকা উপহার দিলেন এক সুন্দর কবিতা। আলিয়া তাঁর স্বরচিত কবিতাটি ইনস্টাগ্রামে পাঠ করে শোনান। 'টুডে অ্যান্ড এভরিডে' নামের এই কবিতায় তিনি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের প্রতিটি স্তরকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। জানা গেছে, ঘরবন্দী থাকার এ সময়টাতে আলিয়া তাঁর লেখকসত্তাকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

আলিয়ার অনেক আগে কলম ধরেছিলেন কৃতি শ্যানন। বলা যায়, কৃতির লেখনী অনুপ্রাণিত করেছে আলিয়া ভাট, সারা আলী খানসহ বিটাউনের একাধিক অভিনেত্রীকে। তাঁদের সবারই লেখকসত্তার পরিচয় মিলেছে এই সময়ে। তবে কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন কৃতি। তাঁর কবিতা অনুরাগীদের হৃদয়ও জয় করেছে। ফলে লকডাউনে সেই কবিসত্তাটি আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন কৃতি।

হেঁশেলের ছায়াও মাড়াতেন না বিদ্যা বালান। এমনকি পানি গরম করা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না তিনি। ঘরবন্দিদশায় অবশেষে রাঁধুনি হিসেবে অভিষেক হলো বলিউডের এই দাপুটে অভিনেত্রীর। শুরুতেই বাজিমাত করলেন বিদ্যা। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মোদক (একধরনের মিষ্টি) বানিয়ে। ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিওতে দেখা গেছে, রীতিমতো পটু রাঁধুনির মতো মোদক বানাচ্ছেন তিনি।

লাবণ্য ফিরে পেতে ডাবল ক্রিম থেরাপি

ত্বকের চির তারুণ্য সকলেরই কাম্য তাই নির্জীব ত্বকে হারানো লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে ডাবল ক্রিম থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন.

ডাবল ক্রিম থেরাপি--- এই থেরাপির প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্চে ডাল স্কিনকে ময়েশ্চারাইজার করা, স্কিনকে গ্লো দেওয়া এবং তার সঙ্গে ডি ট্যান করা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে বিপর্যস্ত হতে পারে আপনার সৌন্দর্য। তাই জেনে নিন লেবুর ছোঁয়ায় রূপের যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী ব্যবহার। ত্বকের উজ্জ্বল ত্বরে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে লেবু খুবই উপযোগী। একচির লেবুতে একটু চিনি ছিটিয়ে ত্বকে আলতো করে ঘষতে থাকুন। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করবে। লেবুর ব্লিচিং ইফেক্ট ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেললেই হল। শীতকালে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে গরমকালের থেকেও স্কিনটা অত্যধিক কালো এবং ড্রাই দেখায় অর্থাৎ এই সময় স্কিন অতিরিক্ত ড্যামেজ হয়ে যায়। ডাবল ক্রিম থেরাপির মাধ্যমে সমস্ত ড্যামেজ সেল সরিয়ে ত্বককে দারুণভাবে রিজুভিনেট করা যায়। এই পুরো থেরাপিটাই ক্রিমবেসড। এখানে জলের ব্যবহার একদমই হয় না। প্রথমে লা ল্যাভেন্ডার দিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ক্লিনজিং করতে করতেই ত্বকের ট্যান ভাব অনেকটাই কেটে যায়, ত্বক বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। এই ফেসিয়ালে আলাদা করে কোনো স্ক্রাবিং করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় লা হোয়াইট নামে একটি অর্গানিক প্রোডাক্ট। এটি ১৬ মিনিট মতো মুখে লাগিয়ে রাখা হয়, এরপর পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে খুব হালকা হাতে রাব করে নেওয়া হয়। এরপর হালকা হাতে খুব আস্তে লা হোয়াইট তুলে ফেলা হয়। লা হোয়াইট ভীষণভালো ডি ট্যান এর কাজ করে, মুখের উপরে যে ডেড স্কিন সেলগুলি আছে তা খুব ভালো করে রিমুভ করে দেয়। এই সময় ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিউটিশিয়ানরা স্কাবিং মেশিন, পিলিং মেশিন অথবা সাকশন মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। এরপর লা আমন্ড ক্রিম দিয়ে পুরো মুখটা ম্যাসাজ করা হয়। এই ক্রিমটি এমন ধরনের অর্গানিক ক্রিম যা খুব সহজেই স্কিনের ভেতরে চলে যায় তার ফলে স্কিনটা খুব সফট হয়ে যায় আর সঙ্গে স হেগ স্কিন খুব ভালো ময়েশ্চারাইজডও হয়ে যায়। এবার এই ক্রিম রিমুভ না করেই লা স্যান্ডেল প্যাক স্কিনে ল াগিয়ে দেওয়া হয় পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে। এবার স্কিন টাইপ অনুযায়ী গ্যালভানিক অথবা আলট্রাসনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাকটি ১৫ মিনিট রেখে তুলে ফেলা হয়। লা স্যান্ডেল প্যাকের প্রধান কাজ হল স্কিনকে খুব টানটান করে দেওয়া, স্কিনের উপরের ফাইন লাইনগুলি মিলিয়ে দেওয়া এবং স্কিনকে ইয়ংগার লুক এনে দেওয়া। এবার এই প্যাক তুলে ফেলার পরেও আরো একবার স্কিনে হালকা হাতে ম্যাসাজ করা হয় তাই একে বলে ডাবল ক্রিম থেরাপি। লা রেপ্লিকো নামে একটি ফুল অর্গানিক ক্রিম দিয়ে এই ম্যাসাজ চলে ৫ মিনিট। এই পুরো ফেসিয়ালে যা যা ক্রিম ব্যবহার করে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনে ব্লক করে দেওয়া হয়। স্কিনকে টাইট রাখার জন্য। এই ফেসিয়াল করে রাতে শুতে যাবার আগে স্কিন ক্লিনজিং করে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার অথবা নাইট ক্রিম লাগাতে হবে। এই ফেসিয়ালে পুরোপুরি অর্গানিক ফেসিয়াল।

স্কচ ফেসিয়াল —

এই ফেসিয়াল ইনস্ট্যান্ট গ্লো এর কাজ করে। দীর্ঘদিন যে রূপচর্চা করেনি বা কোনো পার্টিতে যাবার আগে অথবা হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হওয়া কনেও এই ফেসিয়ালে খুব কম সময়ে ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে পারেন। এটিও একটি অর্গানিক ফেসিয়াল। এই ফেসিয়ালের প্রথমে স্কচ ডিপ ব্রাইট দিয়ে ৫ মিনিট ধরে ক্লিনজিং করে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। এরপর একটি ক্রিম কনসেনট্রেড প্যাকের মতো স্কিনের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি ১৫ মিনিট থেকে আধঘন্টা রাখা হয়। এতে স্কিনে যত ট্যান আছে সব রিমুভ হয়ে যায়।

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

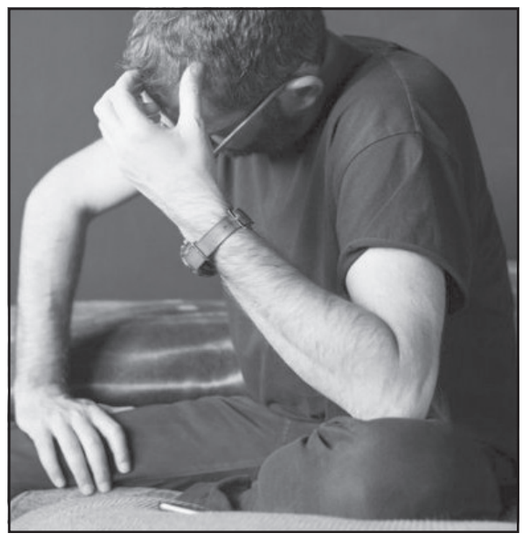

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস। অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

'হিউম্যান রিপ্রোডাকশন' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়। তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, "একজন পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।"

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়। এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন। তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে 'এফএসএইচ' হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার। বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না। আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন। জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি। যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহারার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।" আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

”কষ্ট পাচ্ছেন বাবা, মানুষের জন্য কাজ করতে পারছেন না”, ভাঙা গলায় মন্তব্য ফিরহাদ কন্যার

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.) : একেই করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহরবাসী। তারই মাঝে গতকাল নারদ কান্ডে চার হেভিওয়েট নেতাকে গ্রেফতার করে সিবিআই। ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই। এরই মাঝে মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করেন তার মেয়ে শাবা হাকিম। বাবাকে দেখে বেরিয়ে ”কষ্ট পাচ্ছেন বাবা,মানুষের জন্য কাজ করতে পারছেন না” এমনটাই মন্তব্য করেন ফিরহাদ কন্যা।

সপ্তাহের শুরুর দিনেই নারদ-মামলায় ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই।নারদ-মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সিবিআই গ্রেফতার করার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজাম প্যালেসে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৬ ঘন্টা পর নিজাম প্যালেস থেকে বেরোন মুখ্যমন্ত্রী। তারই মাঝে সোমবার গভীর রাতে নিজাম প্যালেস থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয় ওই চার নেতাকে। কিন্তু সোমবার ভোর রাতে শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং মদন মিত্র অসুস্থ বোধ করায় তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেও। এরই মাঝে মঙ্গলবার সকালে জেলে গিয়ে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর মেয়ে শাবা হাকিম। শাবা হাকিমের সঙ্গে ছিলেন পরিবহন মন্ত্রীর আইনজীবী গোপাল হালদার। বাবার সঙ্গে দেখা করে শাবা হাকিম বলেন, ”বাবার শারীরিকভাবে সুস্থ আছে। কিন্তু বাবা বাংলার মানুষের জন্য কাজ করতে পারছেন না মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। কষ্ট পাচ্ছেন বাবা”।

অন্যদিকে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে পরিবহন মন্ত্রী আইনজীবী বলেন, ” সকালে জ্বর এসেছে পরিবহণমন্ত্রীর”।

হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

করোনার তৃতীয় ঢেউ আটকাতে ভারত-সিঙ্গাপুর বিমান চলাচল বন্ধের আর্জি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ জেরবার দেশ। এই অবস্থায় সতর্ক করা হয়েছে সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ নিয়ে। আর এই তৃতীয় ঢেউ আটকাতে এখন থেকেই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি করোনার তৃতীয় ঢেউ আটকাতে ভারত-সিঙ্গাপুর বিমান চলাচল বন্ধের আর্জি জানিয়ে বলেন, , ”সিঙ্গাপুরে প্রাপ্ত এই ভাইরাস শিশুদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।” তাঁর মতে, এই সিঙ্গাপুর প্রাপ্ত করোনার ভ্যারিয়েন্ট ভারতে ছড়িয়ে পড়লে করোনার থার্ড ওয়েভের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই এখনই সিঙ্গাপুরের বিমান চলাচল বন্ধ হোক’। এর পাশাপাশি শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের দ্রুত টিকাকরণে জোর দেওয়ারও অনুরোধ করেন তিনি।

জয় গোস্বামীর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক, রাখা হয়েছে এনআরবিএমে

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : উদ্বেগজনক কবি জয় গোস্বামীর শারীরিক অবস্থা।করোনা আক্রান্ত কবিকে রাখা হয়েছে এনআরবিএম-এ। বাড়ানো হয়েছে অক্সিজেনের মাত্রা।

রবিবার হঠাৎই জ্বর আসে জয় গোস্বামীর। সঙ্গে বমিও হয়। পেটের সমস্যাও ছিল। রবিবার রাতেই শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে ভর্তি করা হয় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। সোমবারই জানা গিয়েছিল, কবিকে সিসিইউয়ে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এনআরবিএমে রাখা হয়েছে জয় গোস্বামীকে। ১২ লিটার অক্সিজেন লাগছে। পালস রেট ১১২। তাঁর স্ত্রীও অসুস্থ ছিলেন। তবে জয় গোস্বামীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এলেও স্ত্রী কাবেরী গোস্বামীর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

প্রয়াত বর্ষীয়ান মেকআপ আর্টিস্ট শশী সত্যম, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকাহত জ্যাকি শ্রফ

মুম্বাই, ১৮ মে (হি. স.) : প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান মেকআপ আর্টিস্ট শশী সত্যম। বহু বছর ধরে বলিউডে কাজ করেছেন শশী। দীর্ঘ সময় অভিনেতা জ্যাকি শ্রফের ব্যক্তিগত মেকআপ আর্টিস্ট ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় শশীর মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন জ্যাকি স্বয়ং। জ্যাকি লিখেছেন, ‘শশী দাদা সব সময়ই আমার হৃদয়ে থাকবে। ৩৭ বছর ধরে আমার মেকআপ করেছিলেন। চলে গেলেন।’ আয়েশা লিখেছেন, ‘শান্তিতে ঘুমোন শশী দাদা। ‘হিরো’ ছবি থেকে এখনও পর্যন্ত আমার স্বামীকে যাতে হ্যান্ডসাম দেখতে লাগে, তার ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন।’ সুনীল শেট্টি, রাহুল দেব, গুরমিত চৌধুরী, দিব্যা দত্তর মতো অভিনেতারাও শশীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন ছবিতে তাঁর অসাধারণ মেকআপের কথা বারংবার উঠে আসছে স্মৃতিচারণায়। শুধু তাই নয়, একজন ভাল মানুষ হিসেবেও শশীকে মনে রাখতে চান ইন্ডাস্ট্রির সদস্যরা।

পশ্চিমবঙ্গে ফের বাড়ল আক্রান্তের সংখ্যা, একদিনে সংক্রামিত ১৯,৪২৮ জন

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়তে ফের ঊর্ধমুখী আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যে ফের বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,৪২৮ জন । মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্যদফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার কবলে পড়েছেন ১৯,৪২৮ জন। এর মধ্যে শহর কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত ৩,৭৮৫ জন। সংক্রমণের নিরিখে এদিন ফের তিলোত্তমাকে ছাপিয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনা। একদিনে সেখানে ৪,১১৫ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একদিনে সংক্রমিতের সংখ্যা ১,১৭০। হাওড়া ও হুগলিতে একদিনে আক্রান্ত যথাক্রমে ১,২২০ ও ১,১৪৫ জন। উল্লেখযোগ্যভাবে দৈনিক সংক্রমণ বাড়ছে নদিয়ায়। একদিনে এই জেলায় আক্রান্ত ৯৬২ জন। যদিও সংখ্যাটা গতকালের তুলনায় সামান্য কম। রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল দার্জিলিংয়েও কমছে না সংক্রমণ। ২৪ ঘণ্টায় ৮১৪ জন করোনা পজিটিভ সেখানে। ফলে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৬১ জন। একদিনে ভাইরাসের বলি ১৪৫ জন। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৯,৪২৮বেড়ে রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১১,৭১,৮৬১।

করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪৫ জনের। কলকাতায় ৩৮ জন ও উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৬ জন করোনায় মারা গিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দার্জিলিংয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এদিন মোট মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ১৩,৫৭৬। রাজ্যে এদিন সুস্থ হয়েছেন ১৯,০৫০ জন। যার ফলে মোট সুস্থতা বেড়ে হয়েছে ১০,২৬,৪৯২ ।সুস্থতার হার সামান্য কমে হয়েছে ৮৭.৬০ শতাংশ। এদিন রাজ্যে ২৩৩ বেড়েছে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ১,৩১,৭৯৩ জন। তবে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাসহ ১০ জেলায় কমেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। রাজ্যে এদিন মোট ৬৭,৬২৬টি করোনার নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

মানুষের সুরক্ষাই অগ্রাধিকার, বাড়িতেই প্রার্থনা করুন : তিরথ সিং রাওয়াত

দেহরাদূন, ১৮ মে (হি.স.): ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতোই করোনার বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল অবস্থা দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের। উত্তরাখণ্ডে হু হু করে বাড়ছে করোনার দাপট, তাই এ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে চারধাম যাত্রা। যদিও, ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির। মন্দির খুললেও, ভক্তদের প্রবেশে কোনও অনুমতি নেই। সমস্ত ভক্তদের কাছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত অনুরোধ জানিয়েছেন, ’নিজ নিজ বাড়িতেই প্রার্থনা করুন।’ তাঁর কথায়, মানুষের সুরক্ষাই অগ্রাধিকার।

গত ১৪ মে খুলেছে যমুনোত্রী মন্দির, গঙ্গোত্রী মন্দির খুলেছে ১৫ মে এবং সোমবার খুলেছে কেদারনাথ মন্দির, বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে মঙ্গলবার। এদিন ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ (বৃহ্ম মুহূর্ত) বদ্রীনাথ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর, টুইট করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, ’মানুষের সুরক্ষাই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার। ভগবান বদ্রী বিশালের কাছে সকলের সুস্থতা কামনা করছি।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ’কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য চারধাম যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। সকলের কাছে অনুরোধ করব, ভার্চুয়ালি ভগবানের দর্শন করুন এবং নিজ নিজ বাড়িতেই পূজার্চনা করুন।’

উন্মুক্ত বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা, পুণ্যার্থীদের প্রবেশে অনুমতি নেই

চামোলি (উত্তরাখণ্ড), ১৮ মে (হি.স.): উন্মুক্ত হয়ে গেল বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। শুভসময় মঙ্গলবার ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের কপাট। মন্দির খুললেও, করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে এখনই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না ভক্তরা। এদিন ভোরে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সময় প্রধান পুরোহিত-সহ মাত্র কয়েকজনই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন।

পাহাড়ের কোলে অবস্থিত বদ্রীনাথ মন্দিরকে ফুল দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় রীতিনীতির পর খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। করোনার প্রেক্ষিতে পুণ্যার্থীদের প্রবেশে এখনই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বদ্রীনাথ মন্দিরের কপাট উন্মুক্ত হওয়ার পর এদিন সকালে টুইট করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, ’মানুষের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার। ভগবান বদ্রী বিশালের কাছে সকলের সুস্থতা কামনা করছি।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ’কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য চারধাম যাত্রা স্থগিত রয়েছে। সকলের কাছে অনুরোধ করব, নিজ নিজ বাড়িতেই প্রার্থনা করুন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,০৩৯ জনের, ব্রাজিলে কোভিডে আক্রান্ত ৩৩,৬৩১

রিও ডি জেনেইরো, ১৮ মে (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমছেই, কিন্তু আগের দিনের তুলনায় খানিকটা বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা। রবিবার সারাদিনে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছিল ৯৭১ জনের, কিন্তু সোমবার সারাদিনে ব্রাজিলে কোভিড-আক্রান্ত ১,০৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা অবশ্য কমেছে, ব্রাজিলের বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬,৮৬২ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৩,৬৩১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,৬৬১,১০৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪,১৫২,৪৩৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,৭১,৮১১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে ১,০৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৬২-তে পৌঁছেছে।

করোনা আবহে এবার দুয়ারে মিলবে রেশন

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছেনা শহরবাসীর। অন্যদিকে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন। তবে, করোনা আবহে সাধারণ মানুষের সেবায় রত প্রশাসন। এবার মিলবে দুয়ারে রেশন। মঙ্গলবার খাদ্যভবনে এক বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়।

মাঝে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও গত কয়েকদিন ধরে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার থেকে রাজ্য শুরু হয়েছে লকডাউন। চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। তারই মাঝে এদিন মঙ্গলবার খাদ্যভবনে এক বৈঠক হয়। রাজ্যের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি, খাদ্যসচিব পারভেজ সিদ্দিকির উপস্থিতিতে সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দুয়ারে রেশনের কাজ শুরু হবে শুক্রবার থেকে। যার নাম রাখা হয়েছে শুক্রবার পাইলট প্রজেক্ট। সূত্রের খবর,রাজ্যের মোট ২৮ টি রেশন দোকান থেকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে রেশন সামগ্রী। শুক্রবার থেকেই খাদ্যবণ্টন শুরু হবে দুয়ারে দুয়ারে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত অভিনেত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের মা

কলকাতা, ১৮ মে (হি স): সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি কারুর শরীরেই হানা দিতে ছাড়ছে না করোনা। ইতিমধ্যেই টলিপাড়ার একাধিক সেলেব্রেটি আক্রান্ত হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা আতঙ্কের মাঝেই ফের খারাপ খবর। মঙ্গলবার করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন অভিনেত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের মা। গত কয়েক দিন ধরে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে ইতিমধ্যেই ডাকা হয়েছে লকডাউন। তারই মাঝে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনেত্রী সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই করোনা আক্রান্ত হন অভিনেত্রীর মা। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। করোনার কাছে হার মেনে এদিন না ফেরার দেশে পাড়ি দেন অভিনেত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের মা সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়াত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কে কে আগরওয়াল, সংক্রমিত ছিলেন কোভিডে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, পদ্মশ্রী এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডাঃ কে কে আগরওয়াল। কোভিড-১৯ সংক্রমিত ছিলেন বিশিষ্ট এই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, সোমবার রাত ১১.৩০ থেকে বারোটার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার পর দিল্লির এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন ডাঃ কে কে আগরওয়াল। গত সপ্তাহ থেকে ভেন্টিলেটরে ছিলেন তিনি। এইমস সূত্রের খবর, সোমবার রাত ১১.৩০ থেকে বারোটার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ডাঃ কে কে আগরওয়ালের। আগরওয়ালের টুইটার হ্যান্ডেলে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ”মহামারীর সময়ও, অসংখ্য ভিডিও ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ১০০ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি এবং অসংখ্য জীবন বাঁচিয়েছিলেন।”

৮৬ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রবীণ বিজেপি নেতা চমনলাল গুপ্তা

জম্মু, ১৮ মে (হি.স.): সংক্রমিত ছিলেন কোভিডে, সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু, মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবীণ বিজেপি নেতা চমনলাল গুপ্তা। মঙ্গলবার জম্মুতে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) আশেক কউল জানিয়েছেন, কোভিডে সংক্রমিত হওয়ার পর কাটরার নারায়ণা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন চমনলাল গুপ্তা।

করোনা-মুক্ত হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা নাগাদ জম্মুর বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চমনলালের স্ত্রী আগেই প্রয়াত হয়েছেন, চমনলাল রেখে গেলেন দুই ছেলে ও এক মেয়েকে।

নারদ-মামলায় ধৃতদের সাজায় কোমর বাঁধছে সিবিআই

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : নারদ-কাণ্ডে সোমবার ৪ নেতা-মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে সিবিআই। পরে ওই দিনই সন্ধ্যায় তাঁরা নিম্ন আদালত থেকে জামিন পান। জামিনের বিরোধিতা করে হাই কোর্টে যায় সিবিআই। হাইকোর্ট জামিনে স্থগিতাদেশ জারি করে অভিযুক্তদের দু”দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। বুধবার ওই মামলার ফের শুনানি রয়েছে।

নিম্ন আদালত ৪ ধৃতকে জামিন মঞ্জুর করতেই সিবিআই দ্বারস্থ হয় হাইকোর্টের কাছে। সেখানে যদিও অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা ছিলেন না। ফলে শুধুমাত্র সিবিআইয়ের আইনজীবীর সওয়াল-জবাবের ভিত্তিতেই জামিন স্থগিতের আদেশ দেয় হাইকোর্ট। এবার তৃণমূল না আবার এই অভিযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। যদিও বা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে যেন এক তরফা শুনানি না হয় সে কারণেই আগেভাগে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করছে সিবিআই। এর ফলে যদি অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হনও, সেখানে সিবিআইয়ের আইনজীবী উপস্থিত থাকবেন।

মঙ্গলবার তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের রায় যে পক্ষের বিপরীতে যাবে তারাই সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে। তাই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আগাম ব্যবস্থা নিয়ে রাখছে সিবিআই। অন্যদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশ ”রি কল” চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। তাঁদেরকে বাদ দিয়েই মামলার শুনানি হয়েছে। এই মর্মে ”রি কল” বা পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হচ্ছে। মঙ্গলবারই ফের শুনানি করার জন্য আদালতে আবেদন জানাবেন তাঁরা। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও চাইছে, এখনই সুপ্রিম কোর্টে না গিয়ে হাইকোর্ট থেকেই ধৃত মন্ত্রী, বিধায়কদের জামিন করিয়ে আনতে।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের রায় যদি সিবিআইয়ের পক্ষে যায়, তবে তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালতে আগাম ক্যাভিয়েট দাখিল করতে চাই সিবিআই। আইনি পরিভাষায় এর অর্থ, ক্যাভিয়েটের আবেদনকারীর কথা না শুনে আদালত কোনও রায় দেবে না।

অর্থাৎ ক্যাভিয়েট দাখিলের ফলে সুপ্রিম কোর্ট কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে এক তরফা ভাবে শুনানি করতে পারবে না। বিরুদ্ধ পক্ষের মতামতও গ্রহণ করবে। ফলে তৃণমূল বা রাজ্য সরকারের তরফে যদি সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের মতামত শুনবে।রাজ্য সরকারের তরফে আপাতত হাই কোর্টে লড়াই করার কথাই জানানো হয়েছে। বুধবার হাইকোর্ট কী রায় দেয় সে দিকেই তাকিয়ে উভয় পক্ষ। হাই কোর্টের রায়ের উপরই নির্ভর করবে কারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আগ্নেয়াস্ত্র সহ পূর্ণিয়ায় গ্রেফতার এক

কিশানগঞ্জ, ১৮ মে (হি. স.) : আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিহারের পূর্ণিয়ায় গ্রেফতার এক পাচারকারী। মঙ্গলবার সকালে পূর্ণিয়া সদর থানার পুলিশ গোলাপবাগ জিরো মেইল নাকাচেকিং থেকে ওই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম মহম্মদ আলম। তিনি পাঁজিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এদিন আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পূর্ণিয়া জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সকালে দুইটি মুঙ্গেরী একনলা বন্দুক ও পাঁচটি কার্তুজ সমেত তাকে গ্রেফতার পূর্ণিয়া সদর থানার পুলিশ। সেখানেই নির্ধারিত নম্বরের একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে পুলিশ। সেই গাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয় দু'টি একনলা দেশী মুঙ্গেরী বন্দুক ও পাঁচটি কার্তুজ। পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার দয়া শঙ্কর এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা স্বীকার করেছেন। অপরদিকে পূর্ণিয়া সদর থানার আই সি মধুরেন্দ্র কিশোর বলেন, ধৃত আগ্নেয়াস্ত্র পাচারকারী বেশ কয়েকবছর ধরে মুঙ্গের থেকে পাঁজিপাড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করত।সে কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে পুলিশের জেরার। পুলিশ এই ঘটনার বিশেষ তদন্ত শুরু করেছে। আদালতের নির্দেশে ধৃতকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পূর্ণিয়া জেলে পাঠানো হয়েছে।

ধৃত তিন নেতার চিকিৎসায় এসএসকেএমে মেডিক্যাল বোর্ড

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : নারদ মামলায় গ্রেফতার ৩ ওজনদার নেতার চিকিৎসায় ৩ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করল এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ।

শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মঙ্গলবার এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসায় মেডিক্যাল বোর্ডে রাখা হয়েছে হাসপাতালের তিন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্তকে।

মঙ্গলবার এসএসকেএমের সুপার চিকিৎসক পীযূষকুমার রায় জানিয়েছেন,কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সরোজ মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ওই মেডিক্যাল বোর্ড। তিনি ছাড়া ওই বোর্ডে রয়েছেন হাসপাতালের মেডিসিন এবং চেস্ট বিভাগের দুই প্রধান। আপাতত এঁরাই তিন নেতার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকবেন। তবে প্রয়োজনে বোর্ডের সদস্য বাড়ানোও হতে পারে জানিয়েছেন পীযূষ।

মঙ্গলবার ভোররাতে শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মদনবাবু। তাঁকে অক্সিজেনও দিতে হয়। হাসপাতালে দেখা করতে আসা বিধায়কের ছেলে জানিয়েছেন, তাঁর বাবার বয়সজনিত কিছু অসুস্থতা রয়েছে। অক্সিজেনও চলছে তাঁর। অসুস্থ বোধ করায় মঙ্গলবার ভোরেই শোভনবাবুকেও ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। দুপুরে নিয়মমাফিক পরীক্ষা করতে হাসপাতালে আসা মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জিকেও এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি নেওয়া হয়। শ্বাসকষ্টের সমস্যার জন্য নেবুলাইজার দেওয়া হয়েছে সুব্রতবাবুকে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সরোজ মণ্ডলের অধীনে সুব্রতবাবু এবং মদনবাবুকে ভর্তি করানো হয়েছিল। আপাতত তাঁদের দু’জনেরই চেস্ট এক্স রে করা হয়েছে। এছাড়া তিন নেতারই করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন এসএসকেএমের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মমতা যতই চিঠি দিন দিল্লিতে, ধনকর থাকছেনই

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছেন জগদীপ ধনকরকে রাজ্যপালের পদ থেকে অপসারিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। আইন বিশারদরা অবশ্য মনে করছেন ধনকরের অপসারণ কার্যত অসম্ভব।

রাজ্যপাল পদটিই কার্যত তৈরি করা হয়েছে দেশের রাজ্য ও সেখানকার রাজ্য সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কংগ্রেস আমল থেকেই রাজ্যপাল পদ ঘিরে তাই বিতর্কের অন্ত নেই। আর তাই দেশজুড়ে এই বিতর্কও থেকে থেকে জেগে ওঠে সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যপাল পদের কোনও প্রয়োজন আছে কিনা। কেননা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের মানুষের রায়ে নির্বাচিত সরকারকে খাম খেয়ালখুশি মতো বরখাস্ত করেছেন রাজ্যপাল। যদিও সেই প্রতিটি ঘটনার পিছনে থাকতো কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিশেষ অভিসন্ধি। জগদীপ ধনকরকে সামনে রেখে এখন বিজেপিও যে বিশেষ অভিযানে নেমেছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে গতকাল রাজ্যের চারমন্ত্রী গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায়। রাজ্যপাল সিবিআইকে এই চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনওরকম কথা না বলেই। তাঁর এই পদক্ষেপ কতখানি আইন সংগত তা আদালত বিচার করবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকার চাইলেই যে রাজ্যপালের অপসারণ ঘটবে এমন কিন্তু নয়।

আইন বিশারদরা জানিয়েছেন, রাজ্যপাল পদে কাকে নিয়োগ করা হবে সেটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। মূলত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই মনোনয়নের কাজটি করেন। পর্দার পিছনে অবশ্য দলের নেতাদের মারফত রাজ্য সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের হিসাবনিকেষই সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পায়। কেন্দ্রের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল পদে মনোনিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। সাধারনত তাঁর কার্যকালের মেয়াদ হয় ৫ বছর। তবে প্রয়োজন হলে তার আগেই তাঁকে ভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে পাঠিয়ে দিতে পারে কেন্দ্র সরকার বা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। কেন্দ্রের সুপারিশেই সেই কাজে শিলমোহর দেন রাষ্ট্রপতি।

এর বাইরে রাজ্যে সরকার, রাজ্যের আইনসভা, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, লোকসভা বা রাজ্যসভা কাউকে রাজ্যপালকে অপসারণের কোনও ক্ষমতা দেয়নি দেশের সংবিধান। তাই আজ মমতা বা তাঁর সরকার কিংবা রাজ্য আইনসভা চাইলেই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না সুপ্রিম কোর্টে মামলা ঠোকা ছাড়া।

জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনও মামলা দায়ের হয়নি বা কেউ জোর গলায় দাবি করতে পারেননি যে তিনি সংবিধান বিরোধী কোনও কাজ করেছেন। এমনকি কোনও আদালত তাঁর বিরুদ্ধে এমন কোনও রায়ও দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে সরাতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে মোদী সরকার ও বিজেপি নেতৃত্ব ধনকরকে বাংলার রাজ্যপাল করে পাঠিয়েছে মমতা ও তাঁর দল তথা সরকারকে প্রতি পদে পদে বিব্রত করতে, সমস্যায় ফেলতে ও পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা চিঠি দিলেও মোদী সরকার তা শুনবে এটা না ভাবাই ভালো। আর কেন্দ্রের সুপারিশ ভিন্ন রাষ্ট্রপতিও এক্ষেত্রে কিছুই করতে পারবেন না। অর্থাৎ খুব বড় অঘটন না ঘটলে ২০২৪ পর্যন্ত ধনকরকে সহ্য করতেই হবে। আবার কেন্দ্র সরকার চাইলে তাঁর মেয়াদ ২০২৯ পর্যন্তও বর্ধিত করে দিতে পারে। সব মিলিয়ে ধনকরের গ্রাস থেকে যাঁরা বাংলার এখুনি মুক্তির পথ খুঁজছেন, তাঁদের সামনে কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ডিগবয়ের টিংরাই বাজারে গ্রেনেড হামলার অভিযোগে গ্রেফতার এক

তিনসুকিয়া (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার ডিগবয় থানার অন্তর্গত টিংরাই বাজারে গত ১৪ মে সংগঠিত গ্রেনেড হামলার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দ্বিতীয় অভিযুক্তকে এখনও ধরা না গেলেও শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন পুলিশের পদস্থ তদন্তকারী আধিকারিক।

তিনসুকিয়া জেলা পুলিশের পদস্থ তদন্তকারী আধিকারিক আজ মঙ্গলবার জানিয়েছেন নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্মীপথার গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেনেড বিস্ফোরণে জড়িত যুবক হীরেন গগৈকে গ্রেফতার করেছে ডিগবয় থানার পুলিশ। এছাড়া বিস্ফোরণে ব্যবহৃত পালসার মটর বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্য ধৃতকে কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আরও তথ্য জানতে জেরা চলছে। তার কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপর দুষ্কৃতীকে শীঘ্রই গ্রেফতার করতে তাঁরা সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন পুলিশের পদস্থ আধিকারিক। তিনি জানান, গত ১৬ তারিখ তামুলি বনগাঁও থেকে ডিগবয় পুলিশ দীপেন শইকিয়া নামের এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

উল্লেখ্য, গত ১৪ মে বেলা প্রায় একটা নাগাদ তিনসুকিয়া জেলার ডিগবয় থানার অন্তর্গত টিংরাই বাজারে গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংগঠিত করেছিল দুই মটর বাইক আরোহী। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে সন্দীপ সিং (২৫) এবং বিকেলের দিকে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সুরজিৎ তালুকদার (২২) নামের আরও একজন। ঘটনার দ্রুত তদন্ত করার পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের শীঘ্র গ্রেফতার করতে রাজ্যের পুলিশ-প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাতেই ক্ষান্ত না থেকে বিস্ফোরণের পরের দিন (১৫ মে) সকালে সশরীরে টিংরাই বাজারে গিয়ে বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করে জেলা ও রাজ্য পুলিশকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্র গ্রেফতার করার কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী নিহত সুরজিৎ তালুকদারের বাড়িতে গিয়ে তার শোকসন্তপ্ত বা-মার সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছিলেন ড় শর্মা। ঘোষণা করেছিলেন নিহতদের নিকট-আত্মীয়দের নগদ পাঁচ লক্ষ করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী ১৬ মে দুই নিহতের বাড়ি গিয়ে তাঁদের নিকটআত্মীয়ের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেছেন এলাকার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি।

এদিকে, ঘটনাস্থলে সংস্থাপিত সিসি টিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিনসুকিয়া পুলিশ কালো রঙের পালসার মটর বাইক সহ দুই দুর্বৃত্তের ছবি প্রকাশ করেছিল। এছাড়া দুর্বৃত্তদের বিষয়ে ৮৬৩৮০১৮৯৬৫ নম্বরে সন্ধান দিতে আহ্বান জানিয়েছিল পুলিশ। সন্ধানদাতার নাম প্রকাশে গোপনীয়তা অবলম্বন সহ নগদ ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে আগরতলায় পৌঁছল ৫০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার। কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলি বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। সেইসঙ্গে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে বিভিন্ন দরকারি ঔষধও।

রেগা প্রকল্পে পুকুর খনন নিয়ে অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে।। রেগার কাজের মাধ্যমে জনৈক বেনিফিসারীর জায়গায় ত্রিশ মিটার প্রস্থ এবং পঞ্চাশ মিটার লম্বা বিশিষ্ট একটি পুকুর খননের কাজ হচ্ছে। আর পুকুর খননের কাজের শুরুতেই ঘোটালার দুর্গন্ধ। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের অধীনে দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজের শর্মা ক্যাম্প এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শর্মা ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা দয়াতী মলসুমের নামে একটি পুকুর বরাদ্দ হয় এমজিএন রেগা প্রকল্পে। জানা যায়,এই পুকুর খননের ক্ষেত্রে আঠারশ মেন্ডিসের উপর কাজ হবে। ২০২০/২০২১ অর্থ বর্ষের শেষের দিকে কাজ বের হলেও এটি স্কিল ওভার করে ২০২১/২০২২ অর্থবর্ষে কাজটি শুরু হয়। এই কাজের আই-ও হলেন জিআরএস অরুন দেববর্মা। কাজের শুরুতেই ঘোটালার গন্ধ। ওই কাজের বিবরণ দিয়ে পঞ্চায়েত সচিব আলমগীর আহমেদ জানায়, বর্তমানে দুইশ চব্বিশ মেন্ডিসের কাজ হয়। যা বাস্তবে বিশ্বাস যোগ্য নয় বলে অভিযোগ।বরাদ্ধ কৃত অর্থ থেকে ৪৩,৪৬০ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেয়। অথচ বেনিফিসারী জানে না। বাম মার্গীয় একাংশ কর্মচারীদের দ্বারা উন্নয়নের কাজ যে ব্যাঘাত ঘটছে এবং দুর্নীতির ঘোটালা হচ্ছে তা আবারও প্রমাণিত।

উদয়পুরের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নারায়ন চন্দ্র দাসের জীবনাবসান হৃদরোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ মে।। উদয়পুরের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নারায়ন চন্দ্র দাস আজ ভোরে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে জি বি হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। উদয়পুরে চিকিৎসা জগতে অপূরনীয় ক্ষতি হলো। উদয়পুরের মায়েরা একজন অভিভাবককে হারালো। উদয়পুর তথা ত্রিপুরাবাসী ও দেশ হারালো একজন উপদেষ্টাকে। সদা হাস্যময় সহজ সরল বিনয়ী এই অমায়িক লোকটি গতকাল দুপুরে বুকে ব্যথা অনুভব করায় উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আগরতলা জি বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন, ডাক্তারের কথা মতো সাথে সাথে প্রাইভেট গাড়ি করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে গেলে জি বি হাসপাতালের ডাক্তারদের পরামর্শ মতো বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, পরীক্ষার রিপোর্ট ডাক্তারদের দেখিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় উদয়পুর ফুলকুমারীস্থিত নিজ বাড়িতে চলে আসেন। চিকিৎসা করিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি আসার পর রাত প্রায় একটার সময় পুনরায় বুকে ব্যথা অনুভব করায় আবার রাতেই উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়েগেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আগরতলা জি বি হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলেন, ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রথমে আই এল এস হাসপাতালে নিয়ে গেলে আই এল এস কতৃর্পক্ষ সিটের (বেড) অভাবে চিকিৎসা করতে অপারগ বলে আই এল এস থেকে ফেরৎ দেওয়ার সাথে সাথে পুনরায় জি বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে ভোর সাড়ে পাঁচটায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরিচিত/ অপরিচিত অনেক মানুষ যখন বিপদে পরতো তখন ডাক্তার নারায়ন দাস সংশ্লিষ্ট রোগীর আত্মীয় পরিজনদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। আজ সকালে ওনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা ফুলকুমারী সহ উদয়পুর চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের সাফাইকর্মী থেকে শুরু করে সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজ আগরতলা থেকে ওনার মরদেহ প্রথমে টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে (ওনার কর্মস্থল) আনা হয় এবং হাসপাতাল সুপার ড: জয়শ্রী দেববর্মা, সি এম ও নীরুমোহন ত্রিপুরার সহ ডাক্তার, নার্সে, সাফাইকর্মী সহ সকল মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা

জ্ঞাপন করেন। তারপর ওনার মরদেহ উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে ওনার মরদেহে ডাক্তার, নার্স, সাফাইকর্মী সহ সকলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।সেখান থেকে ওনার মরদেহে দেহ ওনার নিজ বাসভবনে নিয়ে গেলে অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী ওনাকে শেষ বিদায়ের পর উদয়পুর বন্দোয়ার মহাশ্মশানের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। উপস্থিত মায়েদের মধ্যে অনেক সদ্য প্রয়াত ডাক্তার নারায়ন চন্দ্র দাসের ভূমিকার কথা বলেন এবং একজন বলেন ডাক্তার নারায়ন দাস থাকাতেই ঐ যাত্রায় ওনার বাবা ভয়ঙ্কর রোগ থেকে বেঁচে গেছেন বলে ঐ স্মৃতি তুলে ধরেন - অনেক দিন থেকেই ঐ এলাকায় ডাক্তার নারায়ন দাস বিভিন্ন পরিবারের একজন অভিভাবক ছিলেন বলে অনেকে কান্নায় ভেঙে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। বহু পরিবার আজ ওনার মৃত্যুতে অভিভাবক শূণ্য বলে অনেকে স্মৃতি তুলে ধরেন। জাগরণ পত্রিকার তরফ থেকেও

ওনার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করা হয়।সদ্য প্রয়াত ডাক্তার নারায়ন চন্দ্র দাস মৃত্যু কালে বাবা অমল চন্দ্র দাস(৭৫-বৎসর) মা আরতি দাস (৭০),স্ত্রী তনুশ্রী দাস উদয়পুর রমেশ স্কুলের অংকের শিক্ষিকা,এক ছেলে শুভ্রজ্যোতি- ব্রিলিয়ান্ট স্টারসস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ও কন্যা শুভ্রস্মিতা - আসাম রাইফেলস স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী সহ অনেক গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব রেখে গেছেন। ত্রিপুরা সুন্দরী বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে উদয়পুর রমেশ স্কুল থেকে দ্বাদশে বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মণিপুরে নিমসে পড়াশোনা করে উদয়পুর মহারানী হাসপাতালে চাকুরিতে যোগদান করেন। ওনার মৃত্যুতে উদয়পুর তথা রাজ্য হারালো এক বিশিষ্ট সমাজসেবীকে। উদয়পুর সহ চিকিৎসক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রথমবার ত্রিপুরাতে জটিল পেনক্রিয়াসের সফল অপারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। প্রথমবার ত্রিপুরাতে জটিল পেনক্রিয়াসের অপারেশন সাফল্যপূর্ণ ভাবে করা হল উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর শহরে। ধর্মনগর সাকাইবাড়ির আবাসিক শ্রীমতি প্রীতি রিষি দাস ঈ৪৫ঋ দীর্ঘ দিন ধরে অগ্রাশয়ের নালীতে পাথরের সমস্যায় ভোগছিলেন।

রাজ্য ও বহিরাজ্যে বিভিন্ন চিকিৎসার পরও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি, প্রীতি রিষি দাসের সুস্থ হয়ে উঠার জন্য প্রোয়জন ছিল বড় ধরণের অস্ত্রোপাচারের। এই অপারেশনটি ছিল খুবই জটিল এবং তা একমাত্র সম্ভব ছিল বহিরাজ্যে,কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারনে তিনি এই অপারেশন টি করে উঠতে পারেননি।অবশেষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর শহরের দীঘলবাগ এলাকার তক্ষশীলা এন্ডোস্কোপি এবং হসপিটালে ডঃ তপন শর্মার তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ ৪ ঘন্টা যাবত এই জটিল অস্ত্রোপাচার চলে। ডঃ তপন শর্মার নেতৃত্বে এই জটিল অস্ত্রোপাচার সাফল্যপুর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়। অপারেশনের পর শ্রীমতি প্রীতি রিষি দাস কে ১ দিন আই সি ইউ তে রেখে তারপর ৫ দিন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে রেখে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলা হয় এবং হাঁসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। এই অপারেশনে ডঃ তপন শর্মার সাহায্য করেন আগরতলার স্বনামধন্য চিকিৎসক ডঃ বিশ্বরাজ সরকার।

গ্রাহকরা

● আটের পাতার পর

মানুষকে দেবেন না কারণ হিসেবে জনগণের অভিমত বর্তমান অফিসে বাম নেতাদের পথ অনুসরণ করাই এদের উদ্দেশ্য।চড়িলাম বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন আগামীদিন বিদ্যুৎ অফিসে তালা ঝুলাবে। এখন দেখার বিষয় উপমুখ্য মন্ত্রীর এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে কি ভুমিকা গ্রহন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মৃত্যু ও সংক্রমণ কমছে আমেরিকায় দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার হার

ওয়াশিংটন, ১৮ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত দ্রুত কমছে। মৃত্যু ও সংক্রমণ যেমন কমছে আমেরিকায়, তেমনই দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার হার। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩৬৯ জন রোগীর। আমেরিকায় সোমবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫,০৩০ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৭৪৭,৪৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৬৯ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০০ হাজার ৫৩৩ জনের।

বিগত কিছু দিন ধরে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেই চলেছে। সোমবার সারাদিনে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৩৬৯ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ০৩০ জন, যা আগের দিনের তুলনায় একটু বেশি। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৭৪৭, ৪৩৯-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,২০২,৩০৯ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫, ৯৪৪,৫৯৭ জন।

৩১.৮২-কোটির উর্ধে করোনা-পরীক্ষা ভারতে সক্রিয় রোগী ১৩.২৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): ভারতে ৩১.৮২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ মে সারা দিনে ভারতে ১৮,৬৯, ২২৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩১,৮২,৯২,৮৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,৬৯,২২৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৩৩ জন।

ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১৬৩,২৩২। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,২২,৪৩৬ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৭৮, ৭১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৩২৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২, ১৫,৯৬,৫১২ জন (৮৫.৬০ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩৩,৫৩,৭৬৫ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৩.২৯ শতাংশ)।

বিষপানে

● প্রথম পাতার পর

রুজু করেছে পুলিশ। তিনি বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি-তে মামলা রুজু হয়েছে।

এদিকে, ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ত্রিপুরা হাই কোর্ট স্বত:প্রনোদিত মামলা নিয়ে মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার এবং সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-কে নোটিশ পাঠিয়েছিল। অন্যদিকে, ত্রিপুরা সরকার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল। গতকাল আদালতে শুনানি হয়েছিল এবং আগামী ২৪ মে পরবর্তী শুনানি-র ধার্য্য হয়েছে। এরই মধ্যে আজ দুপুরে নিজ বাড়িতেই আত্মহত্যা করেন ওই মহিলার স্বামী আনন্দ ত্রিপুরা।

সাব্রুম থানার ওসি দুলাল দত্তের কথায়, আজ দুপুর ১২টা নাগাদ আনন্দ ত্রিপুরার ছেলে দেখতে পান তার বাবা ঘরের মেঝেতে ছটপট করছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে যান এবং তাকে প্রথমে মনুঘাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার ময়না তদন্ত হয়েছে।

তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরেই আনন্দ ত্রিপুরা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তিনিও সেভাবে আত্মঘাতী হবেন বলে প্রায় সময় পরিবারের সদস্যদের কাছে বলেছেন। তাই ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। সাব্রুম থানার ওসি বলেন, পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, তার বাড়িতে পুলিশী পাহাড়া ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতরে আত্মহত্যার বিষয়টি বাইরে পাহাড়ারত পুলিশ কর্মীরা টের পাননি।

রেকর্ড

● প্রথম পাতার পর

ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৮, ৭১৯ জন (১.১০ শতাংশ)। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৬৫ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৬ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,১৫,৯৬,৫১২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৫.৬০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৪৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৫,১০,৪১৮ জনকে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২৬৫ জনের দিল্লিতে কোভিড সংক্রমিত ১৪.০২-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার প্রকোপ ধীরে ধীরে কমছে। দিল্লিতে আরও নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, একইসঙ্গে শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৬৫ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৮২ জন, এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬৫ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ০২ হাজার ৮৭৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ১১১ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৯৯ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯,৪০৩ জন।

মূল্যবৃদ্ধিতে ফের রেকর্ড পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েই চলেছে জ্বালানি তেল। মঙ্গলবার ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯২.৯২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৬.৩৫ টাকাউ দিল্লিতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯২.৮৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৩.৫১ টাকা।

কলকাতা ও দিল্লির পাশাপাশি এদিন মুম্বই ও চেন্নাইতেও বেড়েছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। মুম্বইয়ে ১০০ টাকা ছুঁতে চলেছে পেট্রোলের দাম, দাম বাড়ার পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ৯৯.১৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.৭১ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৪.৫৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৮.৩৪ টাকা প্রতি লিটার। দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের, অনেকেই আশঙ্কা করছেন, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য এবার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়তে পারে।

মৃত পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.২১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮৭.৮৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৭ শতাংশ। নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৪৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪১৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ৬৪ জন, গোমতি জেলায় ২৩ জন, ধলাই জেলায় ২২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৭২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৪ জন, উনকোটি জেলায় ৪৩ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

কারফিউ

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, মে মাসে ৯৪,৬৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬,৫৫৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৩৬৭ জন। তিনি বলেন, করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭০১ জন। বাকি ৪,৬৬৬ জন বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনাকালে গতকাল রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। গতকাল একদিনে সর্বোচ্চ ৯,৭৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৪৬ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। আক্রান্তের হার ৭.৬২ শতাংশ।

এদিকে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংক্রান্ত এক তথ্য তুলে ধরে নাথ বলেন, ত্রিপুরায় ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ ১৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া, ২০২০ সালের জুলাইয়ে ৯১ জন, অক্টোবরে ৬৩ জন এবং ২০২১ সালের মে মাসে এখন পর্যন্ত ৪৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, সারা ত্রিপুরায় করোনা লাগামহীন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই, সারা ত্রিপুরায় নৈশকালীন কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে? এই সমস্ত তথ্য সহজে উপলব্ধ হলে, মানুষের কষ্ট কম হয়। একইভাবে কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সংক্রমণ যাতে না ছড়িয়ে পড়ে, তা দেখা আমাদের দায়িত্ব। এটা তখনই সম্ভব, যখন আমাদের সংক্রমণের স্কেল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকবে। টেস্টিং, ট্র্যাকিং, ট্রিটমেন্ট ও কোভিড আচরণ-এই সমস্ত লাগাতার উৎসাহ দিতে হবে। কোভিডের পাশাপাশি জেলার নাগরিকদের সহজ জীবনযাত্রার দিকেও নজর রাখতে হবে। আমাদের সংক্রমণও রুখতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে।' শহরের পাশাপাশি করোনা এখন দেশের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে এখন গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং তাঁদের আরও উন্নত চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।' মোদী জানিয়েছেন, 'পিএম কেয়ার্সের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলার হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট লাগানোর বিষয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। জেলাগুলিতে চিকিৎসার পাশাপাশি সমস্ত কিছু সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে কি-না তাও নিশ্চিত করতে হবে। চ্যালেঞ্জ হয়তো অনেক বড়, কিন্তু সাহস আরও বেশি।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষাদফতর। আজ মন্ত্রিসভায় এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির পাশ-ফেল প্রথার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা থাকায় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, নবম এবং একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যশিক্ষা পর্যদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তাঁর সাফ কথা, এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে কতটা ক্ষতি হয়েছে তা মূল্যায়ন করতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যখন বিদ্যালয় খোলা হবে তখন পরীক্ষায় বসতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী শ্রেণির নতুন বই বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিদ্যালয় খুললে তারা সেই সব বই পেয়ে যাবে।

বিজেপি কর্মীর

● প্রথম পাতার পর

আজ সকালে বাড়ির পাশেই জঙ্গলে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

তিনি বলেন, রণমোহনের শরীরে অজস্র আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। দলীয় কর্মীর মৃত্যুর ঘটনাকে রাজনৈতিক খুন দাবি করে মোহনলাল নাম না করে তিপ্রা মথা-র সদস্যদের দিকেই আঙুল তুলেছেন। ওই ঘটনায় এলাকার পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম এবং ডগ স্কোয়াড বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিল। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সুভাষনগরে

● প্রথম পাতার পর

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

াঙ্গন

সাউদাম্পটনে নিভৃতবাসে থাকাকালীন অনুশীলন করতে পারবেন কোহলিরা

ইংল্যান্ড, ১৮ মে (হি.স.): বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব দখলের লড়াইয়ে ১৮ই জুন থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন বিরাট কোহলিরা। তার আগে ইংল্যান্ডে ১০ দিন নিভৃতবাসে থাকতে হবে ভারতীয় দলকে। তবে খুশির খবর এই সময় অনুশীলন করতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সাউদাম্পটনে দলের হোটেল, মাঠ সংলগ্ন হওয়ায় জৈব বলয়ের মধ্যে থেকেই নেটে নামার সুযোগ পাচ্ছেন বিরাট কোহলিরা। অবশ্য মুম্বইয়ে সেই সুযোগ থাকছে না ভারতীয় দলের।

আইপিএলের জৈব বলয়ের ব্যর্থতার কথা মাথায় রেখে, ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে দলের ক্রিকেটারদের কঠিন নিভৃতবাসের আয়োজন করা হয়েছে ভারতের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই। আগামীকাল ১৯ মে বুধবার থেকে মুম্বইয়ে নিভৃতবাসে থাকবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কুড়িজন সদস্য। মুম্বইনিবাসী চার সদস্য অধিনায়ক বিরাট কোহলি, সহ-অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে, রোহিত শর্মা এবং কোচ রবি শাস্ত্রী দলের সাথে ২৪ তারিখ যোগ দিলেও বুধবার থেকেই নিজেদের বাড়িতে তাঁদের নিভৃতবাসে থাকতে হবে। এদিকে, সদ্য করোনাজয়ী ঋদ্ধিমান সাহা পরের সপ্তাহে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। মুম্বইয়ের কঠোর নিভৃতবাস কাটিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সাউদাম্পটনে আরও দশদিন নিভৃতবাসে কাটাতে হবে ভারতীয় দলকে। তবে ভারতীয় দল সেই সময় প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবে। সাউদাম্পটনে দলের হোটেল, মাঠ সংলগ্ন হওয়ায় জৈব বলয়ের মধ্যে থেকেই নেটে নামার সুযোগ পাচ্ছেন বিরাট কোহলিরা। দীর্ঘ নিভৃতবাসের কঠোর নিয়মের জেরে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আগে ভারতীয় দলের ট্রেনিং নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে এই সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে ভারতীয় দল।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শিব সুন্দর দাসকে মহিলা দলের ব্যাটিং কোচ নিয়োগ করল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৮ মে (হি. স.) : শিব সুন্দর দাসকে মহিলা দলের ব্যাটিং কোচ নিয়োগ করল বিসিসিআই। জুনে ইংল্যান্ড সফরে রমেশ পওয়ারের সহকারী হিসেবে কাজ করবেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার। এছাড়াও দিল্লির প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অভয় শর্মাকে মহিলা দলের ফিল্ডিং কোচ নিযুক্ত করল বোর্ড। শিব সুন্দর এর আগে ভারতীয় মহিলা দলের সঙ্গে কাজ করেছেন। এবার সিনিয়র দলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন ভারত ওপেনার। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় খেলার অভিজ্ঞতা মিতালি-হরমনপ্রীতদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান তিনি। এছাড়াও বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন শিব সুন্দর। তবে মহিলা ক্রিকেট দলের ব্যাটিং কোচ হয়ে দাস বলেন, 'শেষ চার-পাঁচ বছর এনসিএ-র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

মরশুম শেষে দল বদলের আর্জি টটেনহ্যাম তারকা হ্যারি কেন

ইংল্যান্ড, ১৮ মে (হি.স.): মরশুম শেষে দল বদল করতে চান বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হ্যারি কেন। স্কাই স্পোর্টর্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ড অধিনায়ক নিজের সিদ্ধান্তের কথা টটেনহ্যাম বোর্ডকে জানিয়েছেন। পরের মাসে তাঁর নেতৃত্বে ইউরো কাপে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড দল। খবর অনুযায়ী তার আগেই নিজের ভবিষৎ নিশ্চত করেই মাঠে নামতে চান ২৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। স্পার্সের অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসে নর্থ লন্ডনের দলের হয়ে ৩০০-র অধিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন কেন। গোল রয়েছে ২০০-র অধিক। তবে ব্যক্তিগত স্তরে একাধিক সাফল্যে পেলেও দলগতভাবে হতাশাই মিলেছে কেনের। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি তিন বছর পর কোন ট্রফি না জিতলে দল ছাড়ার বিষয়ে ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই তিন বছর পূর্ণ হবে এই মরশুমের পরই। তাঁকে দলে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় দুই ম্যাঞ্চেস্টার ক্লাবের পাশাপশি চেলসিও রয়েছে। তবে স্পার্সের সাথে ২০২৪ অবধি চুক্তি থাকায় স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাবে না ইংল্যান্ড অধিনায়ককে। তাঁকে দলে নিতে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের আশেপাশে খরচ করতে হবে আগ্রহী দলকে। কেনকে দলে নেওয়ার দৌড়ে এই মুহূর্তে ম্যান সিটিই এগিয়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

একই বিমানে ইংল্যান্ড যাবেন কোহলি-মিতালিরা

মুম্বই, ১৮ মে (হি.স.): একসঙ্গেই ইংল্যান্ড সফরে যাবেন বিরাট কোহলি, মিতালি রাজরা। সম্ভাবনা তেমনটাই। ১৮ জুন থেকে সাউদাম্পটনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এদিকে, জুনের মাঝামাঝি ইংল্যান্ড সফরে একটা টেস্ট, ৩টে ওয়ান ডে সিরিজ আর ৩টে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। তাই একই বিমানে ভারতীয় পুরুষ আর মহিলা ক্রিকেট দলকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর ভাবনা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। সাউদাম্পটনে পৌঁছে সেখানেও বায়ো-বাবলেই থাকতে হবে ভারতীয় দলকে। মুম্বইয়ে কোয়ারান্টিনে থাকার সময় হোটেল ছেড়ে বেরোতে পারবেন না কোহলিরা। সাউদাম্পটনে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকার সময় অনুশীলন শুরু করতে পারবে টিম ইন্ডিয়া। তবে ইংল্যান্ডে গিয়ে টিম হোটেলে ১০ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারান্টিনে থাকতে হবে কোহলি ও মিতালি রাজদের। তারপর জৈব সুরক্ষা বলয়ে থেকে মাঠে নামতে পারবে ভারতীয় দল। যেহেতু হাতে সময় কম, আর মহিলা দলের সফরও একই সময়, তাই একই বিমানে কোহলিদের সঙ্গে মিতালি রাজদের পাঠানোর চিন্তাভাবনা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইংল্যান্ডে পৌঁছে মিতালি-হরমনপ্রীতদেরও কোয়ারান্টিনে থাকতে হবে। নয়া কোচ রমেশ পাওয়ার আর নয়া ব্যাটিং কোচ শিব সুন্দর দাস যোগ দেবেন মহিলা দলের সঙ্গে। মহিলা কোচেরা দলকে তৈরি করার জন্য হাতে খুবই কম সময় পাবেন সেটাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

করোনা মুক্ত কেকেআর-এর কিউই তারকা টিম সেফার্ত, স্বস্তি কিউই শিবিরে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): করোনা মুক্ত কেকেআর-এর কিউই তারকা টিম সেফার্ত। নিউজিল্যান্ডের উইকিপার-ব্যাটসম্যান টিম সেফার্ত-এর সুস্থ হওয়ার খবর জানিয়েছেন তাঁর জাতীয় দলের কোচ গ্যারি স্টিড। তিনি জানিয়েছেন, 'সত্যি এটাতেই ভাল লাগছে যে ওর টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে, আমার মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ও ভারত থেকে ফেরার বিমান ধরবে।'

শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে কেকেআর-এর অন্যতম সদস্য টিম সেফার্ত। তবে এই খবরে কেকেআর-এর মুখে যতটা না খুশি এনে দিয়েছে তার থেকে দ্বিগুন খুশি এসেছে নিউজিল্যান্ড শিবিরে। কারণ সামনেই রয়েছে নিউজিল্যান্ডের ইংল্যান্ড সফর, তারপর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মাঠে নামবে কিউই বাহিনী, তাই দলের ক্রিকেটার সুস্থ হওয়ার খবরে খুশি হয়েছেন দলের প্রধান কোচ, গ্যারি স্টিড।

টিম সেফার্ত নিজের সুস্থ হওয়ার খবর প্রথম জানিয়েছেন কিউই কোচকেই। নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড জানিয়েছেন, 'এই কিছুক্ষণ আগে টিম নিজেই আমায় এই খবর জানিয়েছেন। সত্যি এটাতেই ভাল লাগছে যে ওর টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে, আমার মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ও ভারত থেকে ফেরার বিমান ধরবে।' নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড আরও জানিয়েছেন, 'আমি জানিনা ওর নিউজিল্যান্ডে ফিরতে কতটা সময় লাগবে বা ও ভায়া কোথায় হয়ে ফিরবে, কিন্তু টিমের কাছে এটা ভাল খবর যে, যে কোনও ভাবেই হোক ওর শরীর সুস্থ হয়েছে, এখন বিষয় হল যে ও যেন আর না পজিটিভ হয়।' ২০২১ আইপিএল স্থগিত হওয়ার পরে দেশে ফেরার সময় করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে নিউজিল্যান্ডের আক্রমণাত্মক উইকিপার-ব্যাটসম্যান টিম সেফার্তের। এরপর দেশে ফেরার বিমান ধরার আগেই তার বাড়ি ফেরার টিকিট বাতিল করা হয়। সেই সময় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে খবরের সত্যতা স্বীকার করে জানানো হয়, 'সেফার্ত বিমানে চড়ার আগে ওর দু''টি আরটি-পিসিআর টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলস্বরূপ ওকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে। খবর অনুযায়ী, ওর মাঝারি উপশম রয়েছে। ও সুস্থ হয়ে উঠলে ওকে নিউজিল্যান্ডে ফেরত পাঠানো হবে এবং দেশে ফিরে আবারও প্রয়োজনীয় ১৪ দিনের নিভৃতবাস কাটানোর পরেই ও পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারবে।' ভারতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় স্বস্তি এসেছে কিউই শিবিরে।

মাতৃহারা হলেন জাতীয় দলের তারকা ব্যাটসম্যান প্রিয়া পুনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): বেদা কৃষ্ণমূর্তির পর এবার মাতৃহারা হলেন জাতীয় দলের তারকা ব্যাটসম্যান প্রিয়া পুনিয়া। করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রিয়ার মা প্রয়াত হন। মঙ্গলবার এ খবর জানান প্রিয়া নিজেই। এদিন ইনস্টাগ্রামে মায়ের একটি ছবি পোস্ট করে প্রিয়া লিখেছেন, 'আজ আমি বুঝতে পারছি, কেন তুমি আমাকে সব সময় বলতে, মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য। তুমি জানতে. একদিন তোমাকে হারানোর এই কষ্টটা সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি আমার প্রয়োজন হবে। আমি তোমাকে খুব মিস করছি। তুমি যত দূরেই চলে যাও, আমি জানি তুমি সব সময় আমার সঙ্গেই থাকবে। আমার পথনির্দেশক তারা, আমার মা.. সব সময় ভালবাসি তোমাকে।' প্রিয়ার বাবা সরোজ পুনিয়া জানিয়েছেন, 'প্রথম দিকে তো সব ঠিকই ছিল। অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের সমস্যার জেরে অক্সিজেনের লেভেল কমতে শুরু করে। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ওকে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।' সম্প্রতি বেদা কৃষ্ণমূর্তির মা এবং দিদি এক সপ্তাহের ব্যবধানে করোনায় প্রয়াত হয়েছেন। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার পিযূষ চাওলা, আরপি সিংয়েরও বাবা মারা গিয়েছেন। ফের প্রিয়া পুনিয়ার মায়ের মৃত্যু ভারতীয় ক্রিকেট মহলে একটা বড় ধাক্কা। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রামনের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন

কলকাতা, ১৯ মে।। ভারতীয় মহিলা দলের বিদায়ী কোচ ডব্লিউ ভি রামনের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ভারতীয় দলে তাঁর একদা সতীর্থ রামন সম্পর্কে আজহারের মন্তব্য, ''ওর মতো ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক খুব কম ক্রিকেটারের রয়েছে।''উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই খুব বিস্ময়কর ভাবে ভারতীয় মহিলা দলের কোচের পদ থেকে রামনকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রমেশ পওয়ারকে। যাঁকে ২০১৮ সালে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই মহিলা দলের দায়িত্ব থেকেই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক হয়েছেন। কারণ রামনের প্রশিক্ষণেই গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছিল ভারতীয় মহিলা দল।তাঁর অধিনায়কত্বে খেলা তামিলনাড়ুর এই প্রাক্তন বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের পাশে দাঁড়িয়ে আজহার টুইট করেছেন, ''ডব্লিউ ভি রামনের ক্রিকেট মস্তিষ্ক এবং প্রশিক্ষণের দক্ষতা অনেকের কাজেই লেগেছে। ওর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা রামনের মতো অভিজ্ঞ প্রশিক্ষককে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেতে চায়।''রামনকে সরানোর পর থেকেই বিশ্বজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মদনলালের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি এবং নীতু ডেভিডের নেতৃত্বে নির্বাচকমণ্ডলীকে নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে ক্রিকেট মহলে।এ ছাড়াও অপসারিত হওয়ার পরে ভারতীয় মহিলা দলের তারকা প্রথা নিয়ে সরব হয়েছিলেন রামন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বর্তমান বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান রাহুল দ্রাবিড়কে চিঠি লিখে রামন বলেছিলেন, এর ফলে ভারতীয় দলের ভাল হওয়ার চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। যদিও তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি।এ দিকে, সোমবার জাতীয় মহিলা দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার শিবসুন্দর দাসকে নিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে দলের সঙ্গে যাবেন তিনি।ভারতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট জীবনে ২০০০-২০০২ সালের মধ্যে ২৩টি টেস্ট খেলেছেন শিবসুন্দর। রান করেছেন ১৩০০-র বেশি। গড় ৩৫। টেস্টে তাঁর শতরান দু'টি ও অর্ধশতরান ন'টি।

করোনার বিরুদ্ধে জিতে সোমবার মাঝরাতে কলকাতায় পা রাখছেন ঋদ্ধিমান সাহা

কলকাতা, ১৯ মে।। করোনার বিরুদ্ধে জিতে সোমবার মাঝরাতে কলকাতায় পা রাখছেন ঋদ্ধিমান সাহা। কোভিড পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট ইতিমধ্যেই বিসিসিআই-কে মেল করে দিয়েছেন এই বঙ্গ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলার জন্য তাঁর বিলেত উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। শোনা যাচ্ছে আগামী কয়েক দিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ২৪ মে দলে যোগ দিয়ে ফের নিভৃতবাসে চলে যাবেন ঋদ্ধি।আইপিএল-এর জন্য স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে বাইরে ছিলেন তিনি। এর মধ্যে গত ৪ এপ্রিল তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজেটিভ আসার পর থেকে দুশ্চিন্তায় ছিলেন স্ত্রী দেবারতি। উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তাঁর করোনার পরীক্ষার পরের রিপোর্টও পজেটিভ আসে। তবে রবিবার তাঁর করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। তাই সোমবার রাতেই তিনি নয়াদিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরছেন। স্বভাবতই দেবারতির মুখে হাজার ওয়াটের হাসি। দেবারতি বলেন, ''ঋদ্ধি পুরো সুস্থ। করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। রাতের বিমানেই কলকাতায় ফিরছে। আগামী কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে ও সময় কাটাবে। এটাই বড় পাওনা।''কয়েক সপ্তাহ পরেই ইংল্যান্ড সফরের জন্য রওনা হবে বিরাট কোহলীর ভারত। আগামী ১৮ জুন থেকে কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে ভারত। তার পর ৪ অগস্ট থেকে জো রুটের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া।

প্রায় সাড়ে তিন মাসের লম্বা সফর। তাই ক্রিকেটারদের সঙ্গে যাচ্ছে তাঁদের পরিবার। তবে দেবারতি এ বার কলকাতায় থাকতে বাধ্য হবেন। ঋদ্ধি ঘরনি বেশ আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, ''ভ্যাকসিন নিলেও এবং ওর সঙ্গে ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সেটা হচ্ছে না। কারণ ছোট ছেলেটা সবে হাঁটতে শিখেছে। ওকে বাইরে সামলানো খুব চাপ হয়ে যায়। তাই ঋদ্ধি একাই যাবে। এতে আমাদের সবার মন খারাপ থাকলেও মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

টৌকিওর রাস্তায় অলিম্পিক বাতিল নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন সেখানকার নাগরিক বৃন্দ

টৌকিও, ১৯ মে।। জাপানে নতুন করে করোনার চতুর্থ ঢেউয়ে সংক্রমিত হয়েছে প্রচুর লোকজন। টৌকিও অলিম্পিক শুরু হতে বাকি মাত্র ১০ সপ্তাহ ও কম সময় ,এই অবস্থায় অলিম্পিক সংক্রান্ত একটি জনসমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।তাতে দেখা যাচ্ছে জাপানের ৮০ু ও বেশি নাগরিক চাইছেন না এখন অলিম্পিক হক। টৌকিওর রাস্তায় অলিম্পিক বাতিল নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন সেখানকার নাগরিক বৃন্দ। এখন অব্দি জাপানে সংক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন ১১,৫০০ জন নাগরিক। জাপানে সিংহভাগ নাগরিকের বিরোধিতায় অলিম্পিকের আকাশে জমছে কালো মেঘ। করোনার কারনে এক বছর পিছিয়ে গিয়েছে অলিম্পিক। আর এবার ফের করোনার কারণে অলিম্পিকের আকাশে কালো মেঘ। গোটা বিশ্বের মতই করোনার কারণে লকডাউন চলছে জাপানে। তবে মহামারীর মধ্যেও অলিম্পিক আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী সেদেশের সরকার। তবে জাপানের সাধারণ মানুষ একেবারেই চান না এমন পরিস্থিতিতে দেশে অলিম্পিক হোক।ইতিমধ্যেই অলিম্পিক বিরোধিতায় জমা পড়েছে কয়েক লক্ষ সই। অন্যদিকে অলিম্পিক্স বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ্য হলফনামা জমা পড়েছে। টৌকিয়োর প্রাক্তন গভর্নর পদপ্রার্থী ও আইনজীবী কেনজি আটসোনোমিয়া প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর দাবি, """বন্ধ করা হোক টৌকিয়ো অলিম্পিক্স।"""" প্রায় ৩ লক্ষ ৫১ হাজার মানুষ সই করেছেন এই আবেদনে। সেই হলফনামা ইতিমধ্যেই অলিম্পিক্স আয়োজকদের হাতে তুলেও দিয়েছেন তিনি। প্রতিবাদীদের দাবি তাঁদের সংখ্যা আরও বাড়বে। এই বিষয়ে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। জাপানের একটি বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যমের দাবি সেই দেশের ৪৩ শতাংশ মানুষ চান অলিম্পিক্স বাতিল করা হোক।জাপানের ৪০ শতাংশ মানুষের দাবি আপাতত মুলতুবি হওয়া দরকার। মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ কোভিডের মধ্যেও দেশে অলিম্পিক্স আয়োজন চাইছেন। তবে শুধু জাপানের সাধারণ মানুষ অলিম্পিক্স বাতিলের দাবিতে সরব নন। রাফায়েল নাদাল, সেরিনা উইলিয়ামস ইতিমধ্যেই নাম তুলে নিতে চেয়েছেন। রজার ফেডেরারও পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। কারণ জাপানে ভাইরাস হানা বেড়েই চলেছে।জাপানে সিংহভাগ নাগরিকের বিরোধিতায় অলিম্পিকের আকাশে জমছে কালো মেঘ। তবে জাপান সরকারের ইচ্ছে অনুসারে আগামী ২৩ জুলাই থেকে ৮ অগস্ট পর্যন্ত টৌকিয়ো অলিম্পিক্স আয়োজন হওয়ার কথা। তবে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদে অলিম্পিকের উপর জমছে কালো মেঘ।

লিভারপুলের ১২৮ বছরের ইতিহাসে অ্যালিসন বেকার-ই একমাত্র গোলরক্ষক

মাদ্রিদ, ১৯ মে।। লিভারপুলের ১২৮ বছরের ইতিহাসে অ্যালিসন বেকার-ই একমাত্র গোলরক্ষক, যিনি গোল করেছেন। রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্ট ব্রমউইচের বিরুদ্ধে তাঁর বিস্ময় গোল নিয়েই এই মুহূর্তে চর্চা তুঙ্গে বিশ্বফুটবলে। অভিভূত ভারতের ফুটবলের অন্যতম সফল চার গোলরক্ষক হেমন্ত ডোরা, সুব্রত পাল, তনুময় বসু এবং অতনু ভট্টাচার্যও।আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইপিএল টেবলে প্রথম চারে থাকতেই হবে লিভারপুলকে। অথচ ওয়েস্ট ব্রমের বিরুদ্ধে ম্যাচের ১৫ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল তারা। ৩৩ মিনিটে মহম্মদ সালাহ সমতা ফেরালেও উদ্বেগ দূর হয়নি য়ুর্গেন ক্লপদের। সংযুক্ত সময়ে লিভারপুল কর্নার পেতেই গোল ছেড়ে অ্যালিসন উঠে যান বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে লিভারপুলকে নাটকীয় জয় উপহার দেন ব্রাজিলীয় গোলরক্ষক।ভারতীয় দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক হেমন্ত স্ট্রাইকার হিসেবেও সফল। জাতীয় পর্যায়ে অনূর্ধব-২১ বাংলা দলের হয়ে ফরোয়ার্ডেও খেলেছেন তিনি। হেমন্ত বলছিলেন, ''এর আগে রেনে হিগুইতা, হোসে লুইস চিলাভার্ট, জর্জ ক্যাম্পোসকে গোল করতে দেখেছি। সেই ধারাই বজায় রাখল অ্যালিসন। মানসিক ভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী না হলে গোলরক্ষকদের পক্ষে এ ভাবে উঠে গিয়ে গোল করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের মূল দায়িত্বটা থাকে গোল বাঁচানোর। বিপক্ষের বক্সে উঠে গোল করার সাহস অনেকেই দেখাতে পারে না। যারা পারে, তারাই ব্যতিক্রম। যেমন অ্যালিসন।'' তিনি যোগ করলেন, ''অনেক সময় কোচেরাও এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেন না গোলরক্ষকদের। কারণ, বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে তখন নিজের দলের এক জন ফুটবলার তো বেশি থাকবে। যদি গোল হয়! তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় গোলরক্ষককেই।''ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক সুব্রতর কথায়, ''অ্যালিসনের হার-না-মানা মানসিকতাকে কুর্নিশ। প্রত্যেক ফুটবলারেরই কর্তব্য দলকে জেতানো। অ্যালিসন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করছে।'' ভারতীয় ফুটবলের 'স্পাইডারম্যান' যোগ করলেন, ''আমিও অনেক ম্যাচে বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে উঠে গিয়েছি। যদিও গোল করতে পারিনি। অ্যালিসনের গোলের ক্ষেত্রে সব কিছুই ঠিক মতো হয়েছিল। অর্থাৎ, আলেকজান্ডার-আর্নল্ড বলটা অসাধারণ রেখেছিল। অ্যালিসনও ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে এই গোলের চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ লিভারপুল গোলরক্ষকের দলের প্রতি দায়বদ্ধতা ও শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা।'' সুব্রত আরও বললেন, ''আমরা হয়তো লক্ষ্য করিনি, এর আগেও অনেক ম্যাচে অ্যালিসন গোল করতে উঠেছিল। কিন্তু সফল হয়নি। তাতে ও ভেঙে পড়েনি। হয়তো মনে মনে শপথ করেছে, পরের বার আমি গোল করবই। এই জেদের জন্যই লিভারপুলের ম্যানেজার ও অন্যান্য ফুটবলারদের আস্থা ছিল ওর উপরে।'' কী ভাবে? সুব্রত বললেন, ''ম্যানেজার ওকে বলতেই পারতেন, নিজের গোল ছেড়ে তোমার উঠে যাওয়ার দরকার নেই। একই রকম ভাবে সতীর্থরাও বলতে পারত, তুমি পেনাল্টি বক্সের বাইরেই থাকো। তা কিন্তু হয়নি। যা বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল অ্যালিসনকে।''

No. F.3(22)-SF/MNP/DEV/TEN/2020-21/2048
Dated, Mohanpur the11/05/2021.
PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura From the bonafied fish seed growers (Individual/ Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Mohanpur Sub-Division producing MC fingerlings in their own/leased out water bodies for supply of MC fingerlings under **Deptt. Action Plan, PMMSY and CMSPY** in different GPs of Bamutia Block area during the year 2021-22. The last date of submission of tender through **Registered Post/ Speed post/ Courier service is 25/05/2021 up to 03.30 PM.** The dropping of tender will be eligible for those who are residing within Mohanpur Sub-Division only. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **25/05/2021 upto 03.30PM** on any working days for collection of tender form and detail terms & Conditions etc.
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
MOHANPUR SUB-DIVISION.
ICA-C-634/2021-22

NO. 1719/F.49(B)-III/MT/WD/97, Dated 13/05/2021
TENDER NOTICE
THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA IS INVITING TENDER IN SEALED COVER FROM THE BONAFIDE FIRM/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF SPARE PARTS / FABRICATION ITEMS / JOB / TYRE RE-TRADING AND BATTERY RECONDITIONING FOR THE YEAR OF 2021- 2022.
THE QUOTATIONS WILL BE RECEIVED ON 08-06-2021 FROM 1000 HOURS TO 1400 HOURS IN THE OFFICE OF THE UNDERSIGN AND THE QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 1500 HOURS BY A BOARD OF OFFICERS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES'Or FIRMS / SUPPLIERS WILLING TO REMAIN AT THAT TIME. LIST OF SPADE PARTS, FABRICATION ITEMS, JOB, TYRE RE-TRADING AND BA1-1hRY RECONDITIONING, INCLUDING TERMS & CONDITIONS MAY BE COLLECTED FROM THE MT SECTION OF WEST TRIPURA DISTRICT POLICE LOCATED AT A.D.NAGAR POLICE LINES, AGARTALA FROM 15-05-2021 TO 21-05-2021 DURING OFFICE HOURS.
SUPERINTENDENT OF POLICE
WEST TRfRURA DISTRICT
ICA-C-621/2021-22

NO. 10-16/F.7(2)/TENDER/STORE/2021 DATED 11/05/2021.
TENDER NOTICE
THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES FRESH SEALED COVERED TENDER'S FROM THE BONAFIDE REGISTERED FIRMS / SUPPLIERS FOR SUPPLY OF STORE GOODS / FORMS 86 STATIONERY GOODS OF GENERAL STORE, SOUTH DISTRICT, DURING THE YEAR 2021 - 22. THE DATE OF RECEIPTS OF TENDERS IS ON ANY WORKING DAY IN BETWEEN 1030 AM TO 1630 PM UP TO 03/06/2021. LIST OF STORE GOODS AND FORMS 86 STATIONERY GOODS ALONGWITH THE TERMS AND CONDITIONS MAY BE COLLECTED ON ANY WORKING DAY FROM THE GENERAL STORE OF POLICE LINES, BELONIA , SOUTH TRIPURA BETWEEN 1030 A. M. TO 1630 P.M. THE CLOSING TIME / RECEIPT OF TENDER UP TO 1630 HRS. DATED 03/06/2021. THE TENDER WILL BE OPENED ON NEXT DAY AT 1100 HRS. DETAILED TENDER NOTICE MAY ALSO BE SEEN AT FOLLOWING WEB SITE :-
www. tripura police.nic.in. www.tripura.nic.in.
SUPERINTENDENT OF POLICE
SOUTH TRIPURA, DISTRICT.
ICA-C-628/2021-22

/// NOTICE INVITING TENDER ///
Sealed tender are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafide Suppliers / Manufacturers / Firms / authorized dealers for supplying different type of Stationery goods of 12th Bn TSR(IR-VIII) during the financial year 2021-22.
2. A copy of "Notice Inviting Tender" including terms & conditions and list of items for supply of above mentioned Stationery goods in 12th Bn TSR(IR-VIII) may be collected free of cost from the Office of the Commandant, 12th Battalion TSR (IR-VIII), Chakmaghat, Teliamura, Khowai, Tripura up to 27.05.2021 during office hours from the date of publication in papers. The details of "Notice Inviting tender" including terms & conditions can also be seen in website www.tripura.govt.in
3. The sealed cover containing quotation should reach to the office of the undersigned on or before **27.05.2021 upto 1300** hours and the tender box will be opened on **27.05.2021 at 1600** hrs by the committee in presence of interested tenderer (s) or their representative, if possible.
Sd/- **(Jayanta Chakraborty)**
Commandant
12th Battalion TSR (IR-VIII)
ICA-C-641/2021-22

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের সাথে বিভিন্ন দাবী নিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হন। ছবি নিজস্ব।

সেকেরকোটে পথ দূর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। মঙ্গলবার সকালে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে সেকের কোট বাজারে পথদুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাতসকালেই সেকের কোট বাজারে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত দুইজন।ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার সকাল পৌনে নয়টা নাগাদ বিশালগড়ের দিক থেকে দুই যুবক ই রিসকা করে আসছিল।সেকেরকোট বাজারে পেছন দিক থেকে একটি ঘাতক গাড়ি ই রিক্সাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই বাজারের ব্যবসায়ীরা আহত দুই যুবককে উদ্ধার করেন।

বিশালগড় দমকল কর্মীদের খবর পাঠায়। তারা ছুটে গিয়ে আহত দুই যুবককে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার এই দুই যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তড়িঘড়ি জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। জানা যায় আহতএক যুবকের নাম স্বদেশ সাহা,বাড়ি অফিস টিলা।অপর ব্যক্তি ফজর আলী, বাড়ি কামথানা। গাড়িটিকে পুলিশ আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

তকতের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড গুজরাট, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি গোয়া ও মহারাষ্ট্রে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় "তকতে"-র তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হল গুজরাট। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল গোয়া ও মহারাষ্ট্রেও। সরকারি সূত্রের খবর, গুজরাটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছ, ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজকোট, ভালসাদ ও ভাবনগর থেকে মৃত্যুর খবর মিলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে গুজরাটের রাজকোটে ভেঙে পড়ে প্রচুর গাছ। গুজরাটের আমরেলির রাজুলায় গাছ ভেঙে পড়ার পাশাপাশি ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভেঙে পড়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি। সুরাটের উধনা এলাকাতেও ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছ। জামনগরেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গাছ ভেঙে পড়ায় গুজরাটের সোমনাথ জেলা এবং দিউর মধ্যে সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, ঝড়ের মধ্যেই গাছ সরিয়ে ফেলেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা, পরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি জানিয়েছেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার গাছ ভেঙে পড়েছে এবং রাজ্যজুড়ে ১৬,৫০০ কুঁড়েঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মহারাষ্ট্র ও গোয়াতেও। মুম্বইয়ের কাছে আরব সাগরে এদিন সকালেও জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। ভারী বৃষ্টি ও হাওয়ার বেগে মুম্বইয়ের দাহিসার-সহ বিভিন্ন এলাকায় ভেঙে পড়ে গাছ। মহারাষ্ট্রের থানে জেলার লোকাপুরমে মঙ্গলবার ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ একটি সোসাইটির ৫০ ফুট উঁচু প্রাচীর এবং একটি বিল্ডিং স্ট্রিট লাইট পোল ভেঙে পড়ে চারটি গাড়ির উপর।

যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে "পি৩০৫" নামক একটি বার্জ আরব সাগরে ডুবে যায়। সকাল ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত ২৭৩ জনের মধ্যে ১৪৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতার মধ্যে বোম্বে হাই (বর্তমানে মুম্বই হাই নামে পরিচিত, যা তৈল উত্তোলনের ক্ষেত্র) এলাকার হীরা তৈলক্ষেত্র (মুম্বইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৭০ কিলোমিটার দূরে) থেকে গিয়েছিল পি৩০৫ বার্জ। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি বার্জ মাঝসমুদ্রে আটকে আছে। গোয়াতেও ব্যাপক পরিমানে বৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। মারগাঁওয়ের কাছে মোন্টে হিল এলাকায় ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকটি গাছ।

এদিন সকালেই ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত রাজ্য-রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদর ও নগর হাভেলির প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। গান্ধীনগরে এদিন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আহমেদাবাদ থেকে ২১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম, সুরেন্দ্রনগর থেকে ১৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম অবস্থান করছিল তকতে। আগামী ৩ ঘন্টার মধ্যে আরও দুর্বল হবে তকতে।

তেলিয়ামুড়ায় ভূমিহীন কলোনীতে পানীয় জলের সংকট, দপ্তর নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে।। রাজ্যের কোন না কোন জায়গায় প্রতিনিয়ত চলছে পানীয় জলের জন্য পথ অবরোধ কিংবা ডেপুটেশন। পথ অবরোধ কিংবা ডেপুটেশন দিয়েও পানীয় জলের সংকট দূরীকরণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এটা কোন প্রত্যন্ত এলাকা নয় কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকা গুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তবে মৌলিক চাহিদাগুলি এক মিশ্র বসতি পূর্ণ গ্রামীণ এলাকাগুলোতেও পানীয় জলের সংকটের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করে আসছে গ্রামবাসীরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীন চাকমা ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিহীন কলোনী এলাকায়। ওই ভূমিহীন কলোনির প্রত্যেকটি পরিবারের দাবি সরকার যেন পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দেয়। বর্তমানে এই মিশ্র বসতিপূর্ন এলাকায় ৭০থেকে ৭৫টি পরিবারের বসবাস। তাদের পানীয় জলের জন্য একটি ওয়াটার পাম্প মেশিন ছিল। যার মাধ্যমে অর্থাৎ পাইভ লাইনের মাধ্যমে এলাকাবাসীরা জল পেত। কিন্তু দীর্ঘ ৮ থেকে ৯ মাস ধরে ওই ওয়াটার পাম্প মেশিনটি বিকল হয়ে রয়েছে। অভিযোগ বিকল হওয়া ওয়াটার পাম্প মেশিন সংস্কার করার জন্য এলাকাবাসীরা বারবার চাকমা ঘাট পঞ্চায়েতে জানায়।

কিন্তু এরপরেও পঞ্চায়েত থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না পানীয় জল সংকট দূরীকরণের জন্য। এ অবস্থায় ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দারা জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূর থেকে। অভিযোগ জল সংকটের বিষয়টি ভূমিহীন কলোনী অর্থাৎ চাকমা ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার সন্তোষ মারাকের নজরেও নিয়েছিল। মেম্বার সন্তোষ মারাক দীর্ঘ ৮/৯ মাছ ধরে কেবল আশ্বাস দিচ্ছে এলাকাবাসীদের।

গ্রীস্মের প্রখর রুদ্র ততদিনে জল সংকটে পড়ে এলাকাবাসীদের দুর্বিষহ অবস্থা। এমন অবস্থা চলতে থাকলে এলাকাবাসীরা আগামী দিনে পথ অবরোধ করতে পারে বলে খবর। এখন দেখার বিষয় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া কতটুকু সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর। আর যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে এলাকার মানুষজনের প্রতিনিয়তই পানীয় জলের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

কলমচৌড়ায় ২৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ মে।। সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে কৃষক দের আয়ের উৎস বলতে বুঝানো হয় গাঁজা চাষ এই চাষে বহু টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হয় চাষীরা বর্তমানে যুবক অংশের মানুষ জন ও এই চাষে যুক্ত যুব সমাজ ধংশের বাকী রইল কোথায় প্রশ্নের মুখে দাড়িয়ে আছে প্রশাসন। মঙ্গলবার ভোর চারটা নাগাদ গোপন খবরের ভিওিতে সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর উওর কলমচৌড়া ঝুমের টিলা দেওয়ান মিয়ার বাড়ি থেকে ২৪২কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণু পদ ভৌমিক এর নেতৃত্বে।

যার বাজার মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সূত্রে। জানা যায় ওসি বিষ্ণু পদ ভৌমিক এর নেতৃত্বে বিশাল টিএস আর নিয়ে মঙ্গলবার ভোরে বিশেষ অভিযান সংগঠিত করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বাড়ির কাউকে গেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি পুলিশ। বাড়ির লোকজন আচ পেয়ে পালিয়ে যায় তবে পুলিশ এন ডি পি এস মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নেশার আতুড় ঘরে পুলিশের অভিযানে সাতটি ড্রামে২৪২কেজি গাঁজা উদ্ধার করে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। এধরনের অভিযান আগামী দিনে ও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণু পদ ভৌমিক।

করোনা ঃ তেলিয়ামুড়ায় যুদ্ধকালীন তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল ৩০ বেডের কোভিড কেয়ার সেন্টারের পর ফের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি করার জন্য তেলিয়ামুড়া মহাকুমার প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে গেলেন মহাবিদ্যালয়। যেহেতু মহা বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত বিল্ডিং রয়েছে এরপরেও বিদ্যুৎ পানীয় জল সহ বিভিন্ন ব্যাপার খতিয়ে দেখতে এবং অতি শীঘ্রই ১০০ বেডের মহাবিদ্যালয়কে কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিনের এই পরিদর্শনে তেলিয়ামুড়া মহকুমার শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, ডিসিএম, সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে মহকুমা শাসক ভাস্বর ভট্টাচার্য।

কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থার উদ্যোগে মার্স্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ কর্মসূচি। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

১ জুন অবধি ওড়িশায় বাড়ল লকডাউন, মধ্যপ্রদেশে কারফিউর মেয়াদ বৃদ্ধি

ভুবনেশ্বর ও ভোপাল, ১৮ মে (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে ওড়িশায় ১ জুন অবধি বাড়ানো হল লকডাউন। মঙ্গলবার ওড়িশা সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯ মে সকাল পাঁচটা থেকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে লকডাউন লাগু থাকবে। সপ্তাহান্তে থাকবে সম্পূর্ণ লকডাউন, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সোমবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে সম্পূর্ণ লকডাউন।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের ৫২টি জেলায় করোনা-কারফিউর মেয়াদ (বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে) বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। আগামী ২৪ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত করোনা-কারফিউ লাগু থাকবে ভোপালে, ইন্দোরে লাগু থাকবে ২৯ মে রাত পর্যন্ত। ১৯টি জেলা-উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, শিবপুরী, সাগর, মোরেনা, নিমুচ, শাহদল, উমারিয়া, দেবস, আগর-মালবা, রাইসেন, ভিন্দ, বলাঘাট, শেওপুর, সেওনি, বিদিশা, মান্ডললা এবং দামোহ জেলায় ৩১ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ লাগু থাকবে। ২৫টি জেলায়-ভোপাল, জববলপুর, রেওয়া, চিনদ্বারা, হোসাঙ্গাবাদ, সিংরাউলী, সাতনা, সিধি, অশোকনগর, ধার, মন্দসৌর, রাজগড়, টিকামগড়, পান্না, খারগোনে, গুনা, বারওয়ানি, সাজাপুর, নিওয়াদি, খান্ডবা, ছত্তরপুর, ঝাবুয়া, কাটনি, হারদা এবং দাতিয়া জেলায় ২৪ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে। বাকি অলিরাজপুর, নরসিংহপুর, বেতুল, অনুপ্পুর ও রতলামে ২৫ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ এবং বুরহানপুরে ২০ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত ও ডিন্ডোরিতে ২৭ মে সকাল সাতটা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে।

আগরতলা শহরের কিছু এলাকায় পানীয় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকাতেও আয়রন রিমুভাল প্লান্ট বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে ধলেশ্বর এলাকায় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে।

পরিস্রুত পানীয় জলের সংকট শুধু গ্রাম পাহাড়েই নয়, খোদ রাজধানী আগরতলা শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন স্থানে জলের উৎস গুলি বিকল হয়ে পড়েছে। জল উত্তোলক পাম্প মেশিন বিকল হয়ে পড়লেও সেগুলো সারাইয়ের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে জলের উৎস সংস্কার এবং বিকল্পগুলি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ফলে এ বছর পানীয় জলের সংকট বিগত বছরগুলোর চেয়েও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অটল জলধারার প্রকল্পে মানুষের বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই সব প্রতিশ্রুতি অথৈ জলে। গ্রাম পাহাড়ের মানুষ তৃষ্ণামেটানোর জল পাচ্ছেন না। ছড়া নালা খাল বিল পুকুর নদীর অপরিশোধিত জল পান করে নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। খোদ রাজধানী আগরতলা শহরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। আগরতলা শহরের আগরতলা ধলেশ্বর রোডে হরিজন কলোনি এলাকায় একটি ওয়াটার পাম্প অবস্থা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ পাম্প দিয়েই ধলেশ্বর এলাকায় জল সরবরাহ করে থাকে। লক্ষনীয় বিষয় হলো জল আয়রন মুক্ত করার যে মেশিনটি রয়েছে সেটি খুবই করুণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অনাদরে অবহেলায় প্রকল্পটির জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে হেলদোল নেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের।

চড়িলামে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চরমে, নাজেহাল গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ মে।। অনেকদিন যাবত সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিদ্যুৎ বিভ্রাট চরমে উঠেছে। গত এপ্রিল মাস থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য সাধারণ মানুষ এমন নাজেহাল হয়ে পড়েছে যদিও উপমুখ্য মন্ত্রীর এলাকা বলে কথা। এখন চড়িলাম বাজারে একটি বিদ্যুৎ অফিস আছে তাও বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যার পূর্বে। মানুষ দুঃখের কাহিনী জানাতে জানাতে একেবারে নাজেহাল। তার পাশাপাশি জলের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বিদ্যুতের জন্য। জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন জল, বিদ্যুৎ, পূর্ত দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরে বিদ্যুৎ এর জন্য নাজেহাল এবং ভোগান্তির শিকার। বিদ্যুৎ কর্মীরা ব্রত করে নিয়েছেন উনারা কোন পরিষেবা হয়তো সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাবিয়াছড়ায় শ্বশুরের দায়ের কোপে গুরুতর আহত জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৮ মে।। শশুরের ধারালো দায়ের কোপে রক্তাক্ত ঘর জামাই। ঘটনা কদমতলা থানাধীন রানীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ড এলাকায়।আহত জামাতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল রাত্রি বেলা উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন পিয়ারীছড়া ৩নং ওয়ার্ডের মানুষ হঠাৎ করে দেখতে পায় রাস্তার পাশে এক ব্যক্তি রক্তলুপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানা এবং প্রেমতলা দমকল বাহিনীকে। প্রেমতলা দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাস্থল থেকে রক্তলুপ্ত অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে।জানা গেছে আহত ব্যক্তির নাম কৃশান উরাং(২৮) পিতা গরীব উরাং।বাড়ি পিয়ারীছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।২০০৩ সালে কৃশান উরাং একই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমর উরাং এর মেয়ে উত্তরা উরাং এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আর বিয়ের পর থেকে কৃশান ঘর জামাই হিসাবে শ্বশুর বাড়িতে উঠে।গুরুতরভাবে আহত জামাতা কৃশান উরাং এর অভিযোগ মূলে জানা গেছে,শশুর সময় উরাং ধারালো দা দিয়ে তার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত করেছে।এর পূর্বেও তার উপর শারীরিক অত্যাচার চালাত দুর্বৃত্ত শশুর।মূলত ঘর জামাই থাকার অপরাধে প্রায়ই শ্বশুরবাড়ি অত্যাচার সহ্য করতে হতো কৃশানকে। যে অত্যাচারের গণ্ডি গতকাল ছাড়িয়ে গেছে। তবে বর্তমানে গুরুতরভাবে আহত জামাতা কৃশান উরাং পুলিশ প্রশাসনের নিকট ন্যায় বিচারের আর্জি জানিয়েছে। এদিকে গুরুতরভাবে আহত কৃশান বর্তমানে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

২০ বছর পরে আবার কাজ করবে বিজিএমএল হাসপাতাল

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে (হি.স.): করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ২০ বছর পরে আবার জীবন বাঁচাতে প্রস্তুত কর্ণাটকের কোলার জেলার কোলার গোল্ড ফিল্ডস (কেজিএফ) -এর ভারত গোল্ড মাইনস লিমিটেড (বিজিএমএল) হাসপাতাল। খনির সংস্থাটি ২০০১ সালে হাসপাতালটি বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালটি পুনরায় খোলা হবে।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও খননমন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। প্রকৃতপক্ষে কোলার স্থানীয় সংসদ সদস্য এস মুনিস্বামীর আবেদনে পাঁচ একর জায়গায় ছড়িয়ে থাকা হাসপাতালটি পরিষ্কার করার কাজ পুরোদমে শুরু হয়।

এই হাসপাতালটির একটি খুব আকর্ষণীয় ইতিহাস রয়েছে। এই স্বাস্থ্য বিভাগটি ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০০১-এর মধ্যে এটি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয়েছিল। এটি শুরু থেকেই এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল।

পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং বিজেপির কেজিএফ ইউনিট কোর কমিটির সদস্য এন. জগন্নাথ রাওর মতে, এক বছর এগে হাসপাতালটি পুনরুদ্ধার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে এটি এই বছরই বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

এন জগন্নাথ রাও বলেন যে, হাসপাতাল পরিষ্কার করা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। ফলে একে পুরোপুরি পরিষ্কার করতে ২০ দিন সময় লেগে যায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রায় ৫০-৬০ জন স্বয়ংসেবক, কেজিএফ-এর প্রায় ২৫০-৩০০ স্বেচ্ছাসেবক, কেজিএফ নগর তালুক ইউনিটের সভাপতি কমলনাথন অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় যোগ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শেষপর্যন্ত এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

হাসপাতালে বর্তমানে প্রায় ১২৫ টি শয্যা রয়েছে। ক্যাম্পাসটি পাঁচ একর জায়গায় বিস্তৃত হওয়ায় এটি সহজেই ৮০০ শয্যায় বাড়ানো যেতে পারে।

সাধারণ মানুষ, আরএসএস-এর কার্যকর্তা, নির্বাচিত প্রতিনিধি, প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মেল বন্ধনে মানবতার এই কঠিন পরীক্ষার সময় এই উদ্যোগ নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও-এর ক্ষেত্রে এক আশার আলো।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।